প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৫ ◆ ৪ - ১০ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

কেন যিশুর পুনরুত্থান!

কুমারী মারীয়া

কাথলিক বিশ্বাস ও কুমারী মারীয়াকে ঘিরে ভ্রান্ত ধারণার এক সুস্পষ্ট ব্যাখা

একবিংশ শতকের কাথলিক মণ্ডলীর স্মরণীয় পোপত্রয়ী

পোপ ২য় জন পল (১৯২০-২০০৫)
পোল্যান্ড

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (১৯২৭-২০২২)
জার্মানী

পোপ ফ্রান্সিস (১৯৩৬-২০২৫)
আর্জেন্টিনা

ডাঃ ইমা ইডেথ কস্তার কৃতিত্ব

This is Not the End
But
A New Beginning
Keep Shining Beloved
Ema

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের আদরের ছোট বোন **ডাঃ ইমা ইডেথ কস্তা** ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এম.ডি পরীক্ষায় ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। **ইমা** দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ডি কোর্সে অধ্যয়ন করেছে। শৈশব থেকেই সে অত্যন্ত মেধাবী ছিল। **ইমা** হলিক্রস স্কুল এবং কলেজ থেকে সাফল্যের সাথে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেছে। এরপর হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল থেকে এম.বি.বি.এস কোর্স সম্পন্ন করেছে। তারপর বারডেম হাসপাতালে আড়াই বছর কর্মরত ছিল। বর্তমানে ইমা ল্যাব এইড ক্যান্সার হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছে।

ইমা বনপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় এভারিষ্ট কস্তা ও প্রমিলা কস্তার কনিষ্ঠ কন্যা। ইমার দৃঢ় প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জিত এই কৃতিত্বে আমরা পরিবারের সবাই অত্যন্ত গর্বিত। তার সফলতার জন্য পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা তার সুন্দর জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সকলের প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কামনা করি।

পিতা: স্বর্গীয় এভারিষ্ট কস্তা
মাতা: প্রমিলা কস্তা

বোন-বোন জামাই: রিমি-সুকুমার
রিংকু-উজ্জ্বল
সোমা-সনি
উমা কস্তা

বিজ্ঞ/৮৮/২৫

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১৫
০৪ মে - ১০ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২১ বৈশাখ - ২৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পুনরুত্থিত যিশুর দেওয়া উপহার শান্তি প্রতিষ্ঠায় একবিংশ শতাব্দীর পোপগণ

সারাবিশ্বের খ্রিস্টানগণ ইস্টার সানডে বা পুনরুত্থান রবিবারের পরবর্তী ৫০দিন পুনরুত্থান কাল পালন করে থাকে। এ সময়কালটিতে পুনরুত্থিত যিশু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে দেখা দেবার ঘটনার কথা স্মরণ করার সাথে সাথে পুনরুত্থানের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয় খ্রিস্টবিশ্বাসীরা। পুনরুত্থিত যিশু মৃত্যুকে জয় করে সকলের জন্য আশা সঞ্চার করেছেন। আর তাইতো পুনরুত্থানের পরে যতবার তিনি তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন ততবারই বলেছেন ‘তোমাদের শান্তি হোক’। সঙ্গতকারণেই পৃথিবীর জন্য পুনরুত্থিত যিশুর অন্যতম উপহার শান্তি।

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানই খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রীয় একটি বিশ্বাস। পুনরুত্থান মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবনের বিজয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি শান্তির এক মহামূল্যবান আহ্বান বটে। যিশু যখন পুনরুত্থিত হয়ে শিষ্যদের সামনে আবির্ভূত হন, তখন বলেন, “শান্তি তোমাদের সঙ্গে থাকুক’। এটি শুধুই সান্ত্বনার একটি বাক্য নয়: বরং এক ধরণের দায়িত্ব অর্পণের আহ্বান। শান্তির বার্তাই যিশু তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রথম শিষ্যদের দিয়েছিলেন। সেই বার্তা যুগের পর যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে অনুরণিত হচ্ছে, বিশেষ করে যখন বিশ্ব আজও যুদ্ধ, সহিংসতা ও বৈষম্যের ছায়ায় আচ্ছন্ন।

একবিংশ শতাব্দীর পোপগণ - বিশেষত পোপ দ্বিতীয় জন পল, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এবং পোপ ফ্রান্সিস - এই শান্তির বার্তাকে আধুনিক পৃথিবীতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে গেছেন। তারা শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতার ভূমিকায় থেমে থাকেননি; তারা হয়েছেন মানবতার কণ্ঠস্বর, সংঘর্ষ বিধ্বস্ত বিশ্বের বিবেক।

পোপ জন পল দ্বিতীয় (১৯৭৮-২০০৫) শান্তির দূত হিসেবে পরিচিত। তিনি কমিউনিজমের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংলাপ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেন। তাঁর আহ্বান ছিল একটাই, মানবতার ঐক্য ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেছিলেন, “শান্তি কখনো কেবল রাজনৈতিক চুক্তির ফল নয়, এটি অন্তরের গুণ।” পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (২০০৫-২০১৩) খ্রিস্টীয় যুক্তিবাদ এবং আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়ার ওপর জোর দেন শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে। তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, সত্যিকারের শান্তি তখনই সম্ভব, যখন মানবসমাজ নৈতিকতা, বিবেক এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পোপ ফ্রান্সিস (২০১৩-২০২৫) বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি যুদ্ধ, দারিদ্র্য, পরিবেশ বিপর্যয়, অভিবাসন সংকট ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। ‘Laudato Si’ সর্বজনীন পত্রে তিনি দেখিয়েছেন, পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব ও শান্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর বার্তায় আমরা দেখি, শান্তি শুধু অস্ত্রবিরতির নাম নয়, এটি হলো ন্যায়বিচার, করুণা ও সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি যাত্রা।

আজকের বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে যিশুর শান্তির বার্তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতিগত সংঘাত, রাজনৈতিক বিভাজন ও জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে খ্রিস্টীয় শান্তির আহ্বান যেন এক প্রজ্বলিত আলো হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। পোপদের কণ্ঠে সেই আলোই প্রতিফলিত হয়েছে - অহিংসা, সংলাপ ও করুণার ভাষায়।

তবে প্রশ্ন থেকে যায় - শুধু পোপদের কণ্ঠই কি যথেষ্ট? না, শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল তাদের কাজ নয়; এটি আমাদের প্রতিটি খ্রিস্টান, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি হৃদয়ের দায়িত্ব। শান্তি শুরু হয় ছোট পরিসরে - পরিবারে ক্ষমা, প্রতিবেশির সঙ্গে সহানুভূতি, সমাজে ন্যায়বিচারের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার মধ্য দিয়ে।

এই পুনরুত্থান কালের পবিত্র সময়ে যখন আমরা যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ উদযাপন করছি, তখন আমাদের ভাবতে হবে - আমরা কীভাবে পুনরুত্থিত যিশুর শান্তির বার্তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করছি কণ্ঠে নয়, কাজে শান্তির বাহক হওয়াই হবে প্রকৃত খ্রিস্ট সাক্ষ্য। †

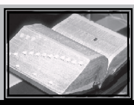

পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, ‘মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত।’ (শিষ্য ৫: ২৭খ-৩২, ৪০খ-৪১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

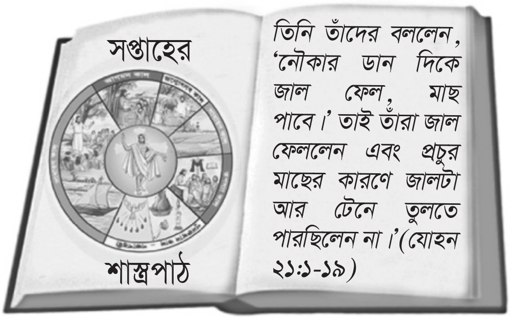

সপ্তাহের শাস্ত্রপাঠ

তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না।'(যোহন ২১:১-১৯)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৪ মে- ১০ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৪ মে, রবিবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় রবিবার

শিষ্য ৫: ২৭খ-৩২, ৪০খ-৪১, সাম ৩০: ২৬চ-৪, ৫-৬, ১১-১২ক, ১৩খ, প্রত্যা ৫: ১১-১৪, যোহন ২১: ১-১৯ (অথবা ২১: ১-১৪) *(আগামী রবিবার আহ্বান দিবস - দান সংগ্রহের ঘোষণা)*

৫ মে, সোমবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ

শিষ্য ৬: ৮-১৫, সাম ১১৯: ২৩-২৪, ২৬-২৭, ২৯-৩০, যোহন ৬: ২২-২৯

৬ মে, মঙ্গলবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ

শিষ্য ৭: ৫১-৮: ১ক, সাম ৩১: ২-৩, ৫, ৭, ১৬, ২০, যোহন ৬: ৩০-৩৫

৭ মে, বুধবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ

শিষ্য ৮: ১খ-৮, সাম ৬৬: ১-৩ক, ৪-৫, ৬-৭ক, যোহন ৬: ৩৫-৪০

৮ মে, বৃহস্পতিবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ

শিষ্য ৮: ২৬-৪০, সাম ৬৬: ৮-৯, ১৬-১৭, ২০, যোহন ৬: ৪৪-৫১

৯ মে, শুক্রবার

পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ

শিষ্য ৯: ১-২০, সাম ১১৭: ১-২, যোহন ৬: ৫২-৫৯

১০ মে শনিবার

আভিলার সাধু যোহন, যাজক ও আচার্য

শিষ্য ৯: ৩১-৪২, সাম ১১৬: ১২-১৭, যোহন ৬: ৬০-৬৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৪ মে, রবিবার

+ ১৯৭০ সি. লাওরা থিভার্জ, সিএসসি
+ ১৯৯৬ ফা. লুইজি বেল্লিনী, পিমে (দিনাজপুর)

৫ মে, সোমবার

+ ১৯৭১ সি. লিলিয়ান ব্রোনেল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সি. যোসেফিন হাঁসদা, সিআইসি (দিনাজপুর)

৬ মে, মঙ্গলবার

+ ১৯৯৭ সি. বার্থোলমেয়া হালদার, এসসি (খুলনা)

৭ মে, বুধবার

+ ২০২১ ফা. রিকার্দো তবানেল্লী, এসএক্স (ময়ম)

৮ মে, বৃহস্পতিবার

+ ২০১৬ ব্রা. জার্লাথ ডি'সুজা, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. আঞ্জেলো রুসকোনি, পিমে

৯ মে, শুক্রবার

+ ১৯৯২ সি. এম. মেকটিল্ডে, আরএনডিএম
+ ১৯৯৭ ফা. ওবেদিও জেরলেরো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সি. মেরী ইগ্নেশিউস, আরএনডিএম
+ ২০০২ ফা. আলফন্স জেংচাম, ওএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ মে শনিবার

+ ২০০১ ফা. ফ্রান্সেস্কো স্পাঞোলো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সি. এমিলিয়া মালতি মিনজ, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফা. ফিলিপ ডি' রোজারিও (চট্টগ্রাম)

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৯৪০ সংহতি প্রকাশিত হয় প্রথমতঃ সম্পদের সুষম বন্টন ও কাজের পারিশ্রমিক দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তাছাড়া সংহতি আরও শর্ত হচ্ছে অধিকতর ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, যেখানে মানসিক চাপ হ্রাস করা যায় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আলাপ আলোচনার দ্বারা তাড়াতাড়ি মীমাংসা করা যায়।

১৯৪১ আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহের মীমাংসা করা যায় শুধুমাত্র সব ধরনের সংহতির সাহায্য গ্রহণ করে: দরিদ্ররা নিজেদের মধ্যে সংহতি, ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে, শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে, ব্যবসা বাণিজ্যে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে, দেশ ও জাতিগণের মধ্যে সংহতি। আন্তর্জাতিক সংহতি নৈতিক ব্যবস্থারই দাবি; এর উপর আংশিকভাবে নির্ভর করে বিশ্ব শান্তি।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

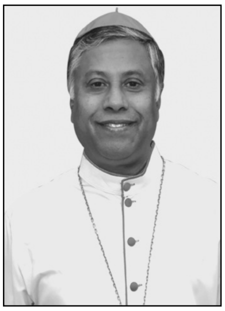

৬ মে, ২০০৫ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ভুল সংশোধনী

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গত ১৪তম সংখ্যা ৪ নং পৃষ্ঠায় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর অভিষেক বার্ষিকী ৫ মে ছাপা হয়েছে। যা ৩ মে পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকা ও শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। **প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের স্মরণে ও পোপ বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ২৫ - ৩১ মে সংখ্যাতে**। পোপ ফ্রান্সিসকে নিয়ে আপনার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, চিন্তা চেতনা এবং নতুন পুণ্যপিতার প্রতি শুভেচ্ছা প্রত্যাশা লিখিত আকারে শীঘ্রই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবেন। আপনাদের লেখা ও শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েই সাজানো হবে বিশেষ সংখ্যাটি। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৮ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

এছাড়াও পবিত্র ঈদ-উল-আযহাসহ অন্যান্য উপলক্ষ্যকে ঘিরে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠাতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু

পুনরুত্থানকালের ৩য় রবিবার

শিষ্যচরিত ৫:২৭-৩২, ৪০-৪১
প্রত্যাদেশ গ্রন্থ: ৫:১১-১৪
মঙ্গলসমাচার: যোহন: ২১: ১-১৯

মূলভাব- পিতরকে দেয়া হল খ্রিস্টমণ্ডলীর দায়িত্বভার।

সমুদ্রে একটি জাহাজ ডুবে গেল, একজন যাত্রী কোনভাবে বেঁচে গেল। এই দুর্ঘটনায় সে তার পুরো পরিবার, সমস্ত জিনিসপত্র হারালেন, একেবারে নিঃস্ব, হতাশাগ্রস্ত, নিরুপায় অবস্থায় নির্জন দ্বীপপুঞ্জে আটকা পড়ে আছে তবুও তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা অব্যাহত ছিল। দ্বীপে সে একটি ছোট কুঁড়েঘর তৈরী করল, শিকার করে নিয়মিত খাবার যোগাড় করত, কুঁড়ে ঘরের পাশেই আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হল-উদ্দেশ্য এই আগুন চিহ্ন দেখে যেন সমুদ্রে ভবিষ্যতে কোন জাহাজ গেলে বুঝতে পারে দ্বীপে কোন মানুষ রয়েছে এবং উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে।

এমনি আশায় আবার হতাশা: ঐদিন যথারীতি লোকটি শিকারে বের হলো। ফিরে এসে দেখল তার কুঁড়েঘরটি পুড়ে শেষ, প্রচণ্ড বাতাসের ফলে জ্বলন্ত আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর পুড়ে ছারখার করে দেয় সবকিছু। লোকটির বাঁচার আশা শেষ, চরম হতাশায় সে সমুদ্র সৈকতে শুয়ে আছে আর মৃত্যুর প্রহর গুনছে, একদিন পর একজন নাবিক এসে লোকটির ঘুম ভাঙ্গালো। নাবিকটি বলল, গত রাতে এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগুন দেখে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

আজকের মঙ্গলসমাচারেও দেখি শিষ্যরা **ব্যর্থ - হতাশাগ্রস্ত:** সারারাত খেটেও একটি মাছ পায়নি, পুরান এই পেশায় মাছ ধরতে তারা ব্যর্থ, ২য় অংশে দেখি **হতাশাগ্রস্ত পিতর:** কি করবে সে, চলে যাবে কিনা- যিশুকে অস্বীকার করে এরূপ নানা চিন্তা-হতাশা-ব্যর্থতা হঠাৎ পুনরুত্থিত যিশুর আগমন, শিষ্যেরা পেল কত মাছ, পিতর পেল মহান এক গুরুদায়িত্ব; মণ্ডলীর কর্ণধার।

আমরাও জীবন চলার পথে নানা দুশ্চিন্তা, হতাশা-সমস্যা অভিজ্ঞতা করি, কিন্তু নিস্তার রহস্য, পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আশার সঞ্চারণ ঘটায়- এসব পেরিয়ে রয়েছে মুক্তি-আনন্দ-সফলতা। পুনরুত্থানের শুভবার্তাই হল: শান্তি, মুক্তি, বিজয় ও নতুনভাবে জীবন যাপন করা।

আজকের ১ম পাঠে লক্ষণীয় শিষ্যেরা পুনরুত্থিত যিশুর বাণী প্রচারে তৎকালীন মহাসভা কর্তৃক বাধাগ্রস্ত কিন্তু শিষ্যেরা এসব বাধা সত্ত্বেও ঐশবাণী প্রচারে ব্যাপৃত। এই পাঠ আমাদেরও স্মরণ করে দিচ্ছে বাণীপ্রচার ও সাক্ষ্য বহনে বিশ্বস্ত হতে।

২য় পাঠে যোহনের দর্শনে পরিলক্ষিত স্বর্গীয় উপাসনা: ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করা হচ্ছে “মেষশাবকের বলিদান, যা এনে দিয়েছে আমদের মুক্তির পূর্ণতা। মঙ্গলসমাচারে দেখি পুনরুত্থিত যিশুর উপস্থিতি এবং তাঁর কথোপকথন শিষ্যদের সাথে ও পিতরের সাথে।

এরূপটি বলা হয় সঠিক উত্তর পেতে হলে সঠিক প্রশ্ন করতে হবে। যিশুর প্রচারকার্যের সময় দেখি তিনি বেশ কয়েকবার প্রশ্নের সম্মূখীন অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, উত্তর খুঁজে নিতে বা সঠিক প্রশ্ন করতে। যিশু আজ নিজেই প্রশ্ন করেন, আসলে প্রশ্ন একটি না, দুটি।

যিশুর প্রথম প্রশ্ন “তোমরা কি কিছু ধরেছ?” বর্ণিত এই ঘটনা যিশুর মৃত্যুর পর।

যিশু ইতিমধ্যে পুনরুত্থিত, এই চরম সত্য তখনো পর্যন্ত শিষ্যদের মনে প্রভাব ফেলতে পারেনি, বিশ্বাসে দ্বিধা: শিষ্যেরা হয়তো ভাবতেছিল তারা পরিত্যক্ত, তাদের গুরুর মৃত্যু হয়েছে-তারা হতাশাগ্রস্ত; সংকোচ-উৎকণ্ঠিত; কি করবে ভেবে পাচ্ছিলনা। তারা তাদের পরিচিত পেশায় ফিরে গেল মাছ ধরতে। যদিও তারা অভিজ্ঞ জেলে এবং সময়টা মাছ ধরার উপযুক্ত সময়ও না তথাপি তারা মাছ ধরতে গেল, সারারাত খেটেও একটি মাছ তারা পেলনা, নিশ্চয়ই তাদের হতাশা ভারাক্রান্তময়তা দ্বিগুণ হয়ে গেল। ভোর হয়ে গেছে এমনি সময় একজন সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছে, “ছেলেরা তোমরা কি মাছ ধরেছ কিছু? তারা উত্তর দিল, “না” *(যোহন ২১: ৫)* তিনি শিষ্যদের নৌকার ডান দিকে জাল ফেলতে বললেন। অনেক মাছ ধরা পড়ল। শিষ্যেরা কেউ বুঝল না এ যে যিশু কিন্তু যোহন ঠিকই বুঝলেন, তাই তো পিতর বলল “উনি প্রভু”।

এই ঘটনা আমরাও নিত্য অভিজ্ঞতা করি হতাশা-ব্যর্থতা-বিফলতা, একটি ব্যর্থ বিবাহ বা সম্পর্ক, নিকট কোনো আত্মীয়ের হঠাৎ মৃত্যু, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়ন, পিতামাতা সন্তান সম্পর্কে ব্যর্থতা, কেউ চাকুরি হারিয়েছে, কেউ চাকুরি পাচ্ছেনা, কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আশা দিয়ে তা পূরণ হয় না। এহেন নানা ব্যর্থতা-দুশ্চিন্তা। কত চেষ্টা-বিশ্বস্ততায় মোকাবেলার প্রচেষ্টা তথাপি বারবার ব্যর্থ। এই হতাশা-ব্যর্থতা কেবল এক রাত না, রাতের পর রাত। আমরা উপলব্ধি করি, কিছুই নেই আমার, আছে শুধু একটি শূন্য জাল। একদিন হঠাৎ একজন অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তি আমার জীবনের তীরে আসে: একজন বন্ধু, বাইবেলের একটি অংশ, একটি ধর্মোপদেশ শোনা, প্রার্থনার একটি শান্তময় মুহূর্ত ও অনুপ্রেরণামূলক একটি কথা: ধীরে ধীরে সবকিছুর উন্নতি হয়, একটি নতুন ঢেউ অনুভব করি। *We start to hope.*

২য় প্রশ্ন নিয়ে ধ্যান করার পর পিতর সম্বন্ধে দেখি: পিতর সরল, নম্র, বয়সে সবচেয়ে বড়, অভিজ্ঞ জেলে, প্যাঁচগোছবিহীন ব্যক্তিত্ব, অশিক্ষিত, ভেবেচিন্তে কথা বলার মত বুদ্ধি নেই কিন্তু বিশ্বাসে শিক্ষিত ও সিক্ত। তাই তো তার কথায় ফুটে বিশ্বাসের অনুপম সৌন্দর্য, কোনো কপটতা বা কৃত্রিমতা নয়: বরং অকপটতা ও প্রকৃতময়তা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলসমাচারে দেখি তিনি কিছু ভূমিকা রাখেন যেখানটায় অন্য শিষ্যেরা সক্রিয় হতে পারতেন।

যেমন:

- সত্তরগুণ সাতবার বিষয়টি
- আপনি বলেছেন তাই জাল ফেলেছি
- ৩টা তাবু তৈরীর বিষয়ে
- মহাযাজকের কর্মীর কান কেটে ফেলা
- দৌঁড়ে গেল শূন্য সমাধি দর্শন করতে
- আপনি আমার পা ধুয়ে দিবেন
- আপনার কাছেই তো রয়েছে অনন্ত জীবন আপনাকে ছেড়ে কোথায় যাব?
- জলের উপর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা
- ৩ বার যিশুকে অস্বীকার, ৩ বার ভালোবাসার কথা
- আপনি স্বয়ং খ্রিস্ট জীবনময় পরমেশ্বরের পুত্র

যিশুর ২য় প্রশ্ন পিতরকে, তুমি কি আমাদের ভালোবাস? ৩ বার একই প্রশ্ন। অনেকের মতে যিশু এইভাবে বলে পিতরকে তার সেই ৩ বার যিশুকে অস্বীকার করার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। হতেও পারে পিতরের হাতে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভার তুলে দেবার সময় যিশু বিশেষ জোর দিয়ে পিতরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি এই যে এক মহাদায়িত্ব এখন পাচ্ছেন সেই মহাদায়িত্ব পালনেই প্রকাশ পাবে প্রভুর প্রতি পিতরের যথার্থ ভক্তি ভালোবাসা। আমার মেষদের পালন কর। যিনি প্রকৃত মেষপালক, মানবজাতির প্রকৃত প্রতিপালক এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে যাবার আগে তিনি নিজের শিষ্যদের এবং অন্যান্য মেষদের পালন করার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন সরলমনা পিতরের হাতে। খ্রিস্টের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বাস পালনে, প্রচারে, পিতরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। যিশুর জন্য পিতরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে এটা সত্য হয়েছেও পিতরের জীবনে। ৩ বার বলার অর্থ অধিকতর প্রেম ও দৃঢ়তা।

পিতর উত্তর দেন, প্রভু আপনি তো সবকিছুই জানেন, আপনি তো জানেন আপনি আমার কত প্রিয়, পিতরও জানেন যিশু তাকে কত ভালোবাসেন! এ সম্পর্ক হল আন্তরিকতার।

৩ বার মানে আবার হতে পারে যথার্থ-পূর্ণ আস্থা। যিশু বলেন, আমার সঙ্গে এসো বা আমাকে অনুসরণ কর-এটা সুসমাচারে পিতরের প্রতি যিশুর শেষ আমন্ত্রণ, মানে প্রকৃত শিষ্য শেষ পর্যন্ত যিশুকে অনুসরণ করে।

তুমি কি এদের চেয়ে আমাকে বেশী ভালোবাস! প্রশ্নটা যেমন পিতরের প্রতি তদ্রুপ আমাদের বেলাতেও প্রযোজ্য। ৩ এর আরেকটা তাৎপর্য হতে পারে, যাজকবরণ, ব্রতীয় জীবন ও মণ্ডলীর সেবাকাজের প্রার্থীর উপযুক্ত পরীক্ষা। ৩ টি ব্রত, ৩ বছর পর পাকাপোক্তকরণ। এই পরীক্ষায় আমরা পাস করছি তো! অন্যদের পরিচালনার জন্য আমাদের প্রেমের নিমিত্তে তা করতে হবে। পিতরের আদর্শ আমাদের নম্র করুক। আমাদের স্বীয় মেধা ও শক্তির উপর নয় যিশুর শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে।

৩ বার জিজ্ঞেস করে পিতরকে ছোট বা তুচ্ছ ভাবা হয়নি। যারা যিশুর হয়ে মেষদের দেখাশোনা করতে মনোনীত, তাদের কাছ থেকে অধিকতর প্রেম প্রত্যাশা করা হয়। তাই নম্রতা ও যিশুর উপর পূর্ণ নির্ভরতা প্রয়োজন।

যিশু পিতরকে আবার ডাকেন: *History repeats itself*। পুনরুত্থিত যিশু আবির্ভূত হন সাগর তীরে, শিষ্যেরা সারারাত খেটেও একটি মাছ পেল না, হতাশ শিষ্যেরা, হতাশ পিতর, লোকগুলো পুরানো পেশায় ফিরে যেতে প্রায় নিশ্চিত কিন্তু যিশু কি করতে যাচ্ছেন? এই পিতরকে দিয়েই শুরু নতুন জেলে রূপে দায়িত্ব দিয়ে।

পিতর কি মন থেকে সেই ঘটনা মুছে ফেলতে পেরেছে-মোরগ ডাকবার আগে তিন তিনবার যিশুকে অস্বীকার। লুক বলেন, যিশু মমতাভরা দৃষ্টিতে পিতরের দিকে তাকালো, কিন্তু পিতর বাইরে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো কি করলাম আমি। আমার প্রভুকে অস্বীকার, যিশুর কষ্টে তাকে ত্যাগ করা! এতো জঘন্য। Megan McKenna বলেন, *Peter is publicly no longer a disciple.* পিতর জনগণের কাছে আর যিশুর শিষ্য নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও পিতরই যিশু কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত মহানায়ক।

সবেমাত্র মণ্ডলী শুরু, নতুন মণ্ডলী নিশ্চয়ই পিতরকে গ্রহণ করেনি *He must have been a scandal to the young church.* কিন্তু যিশু কেন পিতরকেই বেছে নিলেন মণ্ডলীর প্রধান কর্ণাধাররূপে? হতে পারে তাঁর সহজ সরলময়তা, অকপটতা ও নেতৃত্ব স্বভাবের কারনে। Perhaps Jesus wanted Peter to be broken, to trust totally in Jesus rather than in his own boastful self. সম্ভবত যিশু চেয়েছেন যেন পিতর আরো দগ্ধ হয়ে /সাজিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে যিশুতে ভরসা রাখে, বুঝতে পারে নিজের অহমিকায় নয়।'

আজকের মঙ্গলসমাচারের আরেকটি গভীর শিক্ষা রয়েছে। যিশু শিষ্যদের চরম লজ্জা ও অপমান করতে পারতেন কারণ এরা যিশুকে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল, এখন যিশুতে আর ভরসা নেই তাদের। যিশু বলতে পারতেন তোমরা এটা কি করলে, বা তোমরা কেন আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, তোমরা কি সংশোধিত হয়েছ? তোমরা কি অনুতপ্ত তোমাদের কৃতকর্মের জন্য! কিন্তু না এসব নয়, তিনি সুযোগ করে দিলেন। পিতরকে বলেন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? এটার প্রতিই যিশুর আগ্রহ। যিশু সুযোগ দেন, অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক, ক্ষমা করা হোক। অস্বীকৃত/ অস্বীকার/ বিশ্বাস ঘাতকতা ভুলে যাও: কবর দিয়ে ফেল, ভুলগুলো একপাশে রেখে দাও।

আমরা সবাই দুর্বল, পাপী, পাপ করি, কেউ যোগ্য নই। আমরা শুধু ক্ষমা লাভ করি না, পুনর্বাসিত হই যিশু প্রেমে এবং দায়িত্ব পাই যিশু প্রেমের সুবাস ছড়িয়ে দিতে। যখনই পিতরের জীবন নিয়ে চিন্তা করি আমরাও কি ভাবতে পারিনা there is a hope for me. আশা রয়েছে। But I must first be broken also. আমার দুর্বলতা, পাপাচার, গোঁড়ামি, অধার্মিক জীবন এসব চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হবে।

পিতরের জীবন আমাদের জীবনের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিক। ভালোবাসি যিশুকে, ভালোবাসি বাইবেল, ভালোবাসি খ্রিস্টধর্মের ধর্মবোধকে সর্বোপরি ভালোবাসি মানুষকে। তাহলে সারারাত খাটুনি শেষে শূন্যতা, হতাশা, না হওয়া, না পাওয়া পরিণত হবে অনেক পাওয়াতে, প্রাচুর্যে ও সমৃদ্ধিতে।

১৮ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

হয়, তাহলে সেগুলিকে একটি ভোট হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি তারা ভিন্ন নাম দেখায় তাহলে উভয়ই অবৈধ, তবে সামগ্রিক ভোট বৈধই থাকবে। ভোট গণনা করা হয়ে গেলে চূড়ান্ত পরীক্ষক প্রতিটি ব্যালটকে এলিগো শব্দের মধ্যদিয়ে একটি সূচ দিয়ে ছিদ্র করেন ও দড়ি দিয়ে গেঁথে রাখেন সংরক্ষণের প্রত্যাশায়।

ভোটাভুটি একজন কার্ডিনাল দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেলে তিনি পোপ নির্বাচিত হবেন। কেউ প্রয়োজনীয় ভোট না পেলে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দিন পর্যন্ত ৪টি করে (সকালে ২টি ও বিকালে ২টি) ভোটাভুটি করা হয়। পঞ্চম দিনে প্রার্থনা ও আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে। এরপরে আরো ৭ দফায় ভোটাভুটি হতে পারে, পরে বিরতি নিয়ে প্রয়োজনে একই নিয়মে ভোটাভুটি হতে পারে।

ভোটাভুটির পর একবার সকালে এবং একবার বিকালে ব্যালটগুলো পোড়ানো হয়। পোপ নির্বাচিত না হলে চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হবে আর নির্বাচিত হলে সাদা ধোঁয়া বের হবে। রীতি অনুযায়ী সাদা ধোঁয়া ওড়ানোর প্রায় ৩০ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে নতুন পোপ সেন্ট পিটার্স স্বয়ারের সামনে ব্যালকনিতে হাজির হন এবং তখন ল্যাতিন ভাষায় ঘোষণা দেয় 'হাবেমুস পাপাম' অর্থাৎ আমরা একজন পোপ পেয়েছি।

ঢাকাস্থ মথুরাপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Dhakastha Mothurapur Christian Co-Operative Credit Union Ltd.
গভ. রেজি. নং- ০০১১১-২০২৪/স্থাপিত: ২রা মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ /Gov. Reg. No- 00111-2024/Estd: 2 March, 2008

সূত্র নং: ঢা.ম.খ্রী.কো.ক্রে.ই.লি/২০২৪-২৫/
তারিখ: ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

"৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা ঢাকাস্থ মথুরাপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অত্র সমিতির **"৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা"** দি মাজেনদ্ গীর্জা প্রাঙ্গণে (প্রগতি স্বরণি, বারিধারা, জে -ব্লক, প্লট নংঃ ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯.০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং সকল সদস্য/সদস্যাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য অবশ্যই পাশ বই নিয়ে আসতে হবে।

অতএব উক্ত তারিখে সঠিক সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি/আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

বাবলু ডেভিড গমেজ
চেয়ারম্যান
ঢা.ম.খ্রী.কো.ক্রে.ই.লি:

শিপন রোজারিও
সেক্রেটারি
ঢা.ম.খ্রী.কো.ক্রে.ই.লি:

অনুলিপি
১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা।
২। সমিতির নোটিশ বোর্ড।
৩। অফিস ফাইল - ১ কপি।

বিজ্ঞ/৯৫/২৫

কেন যিশুর পুনরুত্থান!

সংগ্রামী মানব

মানব জীবনে জন্ম ও মৃত্যু আসবে এটাই চিরন্তন সত্য ও অবধারিত। এই সত্য রীতিকে বিকৃত করতে আদৌও কেউ পেরে উঠেনি বা পারবেও না। পৃথিবীর কোন কিছুই স্থির নয়। প্রতিটি পদযাত্রায় প্রত্যেকটি জিনিস পরিলক্ষিত হয়। যখন একজন ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে তখন সে বুঝতে পারে তার মধ্যে জীবন আছে। এই জীবনটা এমনি এমনি আসেনি বরং কেউ একজন সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি শূন্য থেকেই কোন কিছুর সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ একজন আছেন। সৃষ্টিকর্তা মৃত্তিকা পিণ্ডে প্রাণ দিয়েছেন তাতেই মানবের আগমন ঘটেছে। যখন এই দেহ থেকে প্রাণটি চলে যায় তখন প্রতিটি দেহই নিথর হয়ে যাবে। প্রাণহীন দেহের মূল্য শূণ্য। যখন একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে কখন সমাধি দেওয়া হবে এই চিন্তাই সবার মধ্যে ঘুরপাক খায়। সকলেই প্রত্যাশা করে যেন তাড়াতাড়ি দেহটির সৎকার হয় নতুবা দুর্গন্ধ ছড়াবে। যেই মানুষটাকে জীবিতকালে এত ভালোবাসল তাকেই কিনা আজ মৃত অবস্থায় দেখে ঘৃণা হচ্ছে। আসলে এটাই প্রকৃতির লীলা খেলা। বলতে পারি, যতক্ষণ ট্রেনের ইঞ্জিনে তেল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর মূল্য থাকবে আর যখন তেল ফুরিয়ে যাবে তখন এর মূল্য কেউ দিবেনা যতক্ষণ না পর্যন্ত পুনরায় তেল দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি যতক্ষণ মানব দেহে জীবন আছে ততক্ষণ এ দেহের মূল্য আছে। কিন্তু সবার ভাগ্যে সেই মূল্য সমান ভাগে জোটেনা। মরণের পর দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে যায়, খুঁজতে থাকে ওর নতুন আবাসস্থল। খ্রিস্টীয় শিক্ষা অনুযায়ী, যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে। জীবিত অবস্থায় যে পুণ্য করবে সে স্বর্গে যাবে আর যে করবেনা সে যাবে নরকে। যিশুখ্রিস্টের জীবনে আমরা দেখি তিনি ছিলেন সত্য, সুন্দর, হাসোজ্জ্বল ও পুণ্যকর্মে বিশ্বাসী। যার ফলশ্রুতিতে ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত করেছিলেন *(১ম করিন্থীয় ১৫: ৩-৮)*। তিনি ছিলেন একাধারে মানব ও ঐশ ব্যক্তি *(ফিলিপ্পীয় ২: ৬-৮)*। মানবের পাপ নিবারণে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আর এই মানব পাপের বশবর্তী হয়ে তাঁকে ক্রুশীয় লজ্জাজনক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল *(যোহন ১৯:১৮)*। সত্য কথায় যিশুর পুনরুত্থান কোন লৌকিকতা নহে। যিশুর পুনরুত্থান সদা সত্য। তাই যিশুর পুনরুত্থান মানে প্রত্যেকজন খ্রিস্টানের পুনরুত্থান। এই পুনরুত্থানের অর্থ হতে পারে পাপ থেকে মন ফেরানো, অহংকারী থেকে আত্মত্যাগী হওয়া, অসত্য থেকে সততায় ফিরে আসা, মণ্ডলী বিচ্যুতি থেকে মণ্ডলী কেন্দ্রিক হয়ে উঠা, গির্জায় না যাওয়া থেকে বিরত থাকা, অন্যায় থেকে পুণ্যতায় ফিরে আসা, প্রার্থনাশীলতা বৃদ্ধি করা, ত্যাগস্বীকার করা, দয়া-দাক্ষিণ্য করা, নব তাড়নায় বেড়ে উঠা ইত্যাদি। অর্থাৎ পুনরুত্থান হল নব জীবনের সূচনা, নব আরম্ভ, নব দিগন্ত ও নব জাগরণ। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের কাছে সেই বার্তাই দিচ্ছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ বাস্তবতায়, খ্রিস্টানদের নব নব রূপ নব আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিনিয়তই ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য, আত্মত্যাগ লোপ পাচ্ছে। আজকাল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনিচ্ছা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনকার সময়ে খ্রিস্টানদের উৎসব মানেই হল নতুন পোশাক কেনা, বেড়াতে যাওয়া কিংবা মদ্যপ হয়ে আনন্দ করা। প্রায়শই গরীব খ্রিস্টানদের কাছ থেকে শোনা যায়, যে কোন পর্ব তাদের জন্য নয় বরং পর্ব হল বড়লোকদের জন্যে, যাদের অঢেল টাকা আছে তাদের জন্য। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার পর্বীয় পরিকল্পনা কি? শতকরা নব্বই শতাংশ লোকই বলে থাকে, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই না আবার পর্ব। ঈশ্বর কিন্তু কোন কিছু তৈরি করেননি নির্দিষ্ট লোকের জন্যে। যা কিছু তৈরি করা হয়েছে এ সবই সকলের। একজন ধনী যদি বড়দিন, ইস্টার উৎসব উদযাপন করতে পারে তবে একজন গরীবও পারবে। কেননা আদি খ্রিস্টানগণ যা করতেন সকলে সমবেতভাবেই করতেন। *শিষ্যচরিত* ২ *(৪৪-৪৬)* এ বর্ণিত আছে, "খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সব কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ করে দিত। দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিতভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠানও করত।"

একটি উৎসব সকলের জন্য। তাই যদি একজন বড়লোক পাস্কা পর্ব উদযাপন করতে পারে তবে কেন একজন গরীব সেটা পারবে না। একজন গরীব তখনই পারবে যখন একজন বড়লোক সহমর্মী ও সহযোগী হবে। ধনীর একটু ত্যাগস্বীকারই অনেক গরীবের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারবে। এই বছর কাপড় না কিনে সেই টাকাটা গরীবদের দিয়ে দিলে তাতে গরীবেরা উপকৃত হবে। সে চাল, ডাল, তেল ও অন্যান্য মুদি সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। আর এতে করে দেখতে পাব আমার সেই গরীব ভাই বা বোনটিও আমারই সাথে পর্ব উদ্‌যাপন করছে। আমাদের পর্ব উদ্‌যাপন তখনই স্বার্থক হবে, যখন আমরা তাদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াবো যারা আমাদেরকে দাওয়াত করার সামর্থ রাখে না। খ্রিস্ট প্রভু তো সেবা পাওয়ার জন্যে এই পৃথিবীতে আসেননি বরং তিনি এসেছেন সেবা করতে ও সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসতে। খ্রিস্ট প্রভুকে আমি বা আমরা ভালোবাসতে পারব তখনই যখন আমরা আত্মত্যাগ করতে পারব। নিজের যা কিছু আছে অর্থবিত্ত, ধন-দৌলত, বাড়ি, গাড়ী, আসবাবপত্র, এসব তো আমার বা আমাদের নয় বরং এ সবই ঈশ্বরের। এ সবই যদি ঈশ্বরের হয় তবে কেন এত সামাজিক কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধনী-গরীব ভেদাভেদ। পৃথিবীটা আজও সৌন্দর্যের লীলা ভূমিতে অবস্থান করছে। আমরা মানবেরাই একে তিলে তিলে ধ্বংস করছি। প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি তাই এই পাস্কা পর্ব আমাদের কাছে দাবি রাখে আত্মত্যাগী হওয়ার। প্রত্যেকজন খ্রিস্টানকেই অপরের কল্যাণ বা মঙ্গলকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যিশুর কথা অনুসারে, আমি তো সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এই পৃথিবীতে এসেছি *(মথি ২০:২৮)*। অন্যের সেবায় নিজেদেরকে রিক্ত করার সার্থকতা পাস্কা পর্ব উদ্‌যাপনকে আরও অর্থপূর্ণ করে তুলবে। আর এটাই চিরন্তন ও সত্য।

একবিংশ শতকের কাথলিক মণ্ডলীর স্মরণীয় পোপত্রয়ী

ফাদার ফ্রান্সিস এস রোজারিও

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মহাপ্রয়াণের পর বিশ্বের অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসী তাদের চোখের কান্না ধরে রাখতে পারেননি। সমগ্র বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে ঘরে অবরুদ্ধ, তখন পোপ ফ্রান্সিস বৃষ্টিস্নাত জনশুন্য ভাতিকানের সাধু পিতরের চত্বরে জপমালা হাতে একা হেঁটে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করেছেন, সকলের মঙ্গল ও মুক্তি কামনা করেছেন। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে রোম শহরের বিখ্যাত জেমেল্লি হাসপাতালে ভর্তি হলেন, তখন তাঁর সুস্থতা কামনা করে সমগ্র বিশ্ববাসী ঈশ্বরের কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করেছেন, পোপের আরোগ্য কামনা করেছেন। এমনও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি রবিবার দিন গীর্জায় অংশগ্রহণ করতেন না, তিনিও পোপের আরোগ্য চেয়ে গীর্জায় মোমবাতি প্রজ্বলন করেছেন, পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেছেন, জপমালা প্রার্থনা করেছেন। এছাড়া প্রতিদিন হাসপাতালের সামনে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করে পোপের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আমি নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকবার ভাতিকান চত্বরে সন্ধ্যায় পোপের সুস্থতায় জপমালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেছি, দেখেছি মানুষ অশ্রুসজল চোখে পোপের সুস্থতা চেয়ে প্রার্থনা করছেন। ফলে সমগ্র বিশ্ব ও ভক্তবিশ্বাসীগণ তাদের প্রার্থনার ফল চাক্ষুস অভিজ্ঞতা করেছেন, পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। যারা বলে যে, প্রার্থনায় ফল হয় না, আমি বলেছি, প্রার্থনার ফল আমাদের চোখের সামনে- স্বয়ং পোপ ফ্রান্সিস উপস্থিত। কারণ হাসপাতালের ডাক্তার, যিনি পোপের নিবিড় পরিচর্যায় ছিলেন, তিনিও বলেছেন যে, 'পোপের ইতোমধ্যে প্রায় দু'বার ক্ষণিক মৃত্যু হয়েছিল'। আমার কাছে এ এক চরম বিস্ময় যে, দু'টি নষ্ট ফুসফুস, দু'টি বিকল কিডনি ও শরীরের রক্তে ভাইরাসের উপস্থিতি নিয়েও তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে প্রথম জনসম্মুখে এসে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সেখানে উপস্থিত একজন বয়স্ক নারীর হাতে ফুল ধরে রাখতে দেখে হাসি মুখে রসিকতা করেছেন। এমনকি শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত সীমাবদ্ধতা নিয়েও যিশুর পুনরুত্থান উৎসবে সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পুনরুত্থানের আর্শীবাণী উচ্চারণ করেছেন। কারণ তিনি নিজেকে সবসময় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পালক মনে করতেন। পাস্কা পর্ব উপলক্ষে আমি একটি তীর্থ কেন্দ্রে পুনর্মিলন সংস্কারে সাহায্য দানের জন্য ছিলাম, পোপের মৃত্যুর পর সেখানে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন– ফাদার, আমরা কি পোপ ফ্রান্সিসের মতো আর একজন নতুন পোপ পাবো? পোপ দ্বিতীয় জন পলের দীর্ঘ দিনের পোপীয় দায়িত্ব শেষে তাঁর মৃত্যুর পরেও অনেককেই একই প্রশ্ন করতে শুনেছি! এমনকি আমার নিজের মনেও একই ধরণের প্রশ্ন এসেছে। আমার এ ক্ষুদ্র লেখায় আমার দেখা ও অভিজ্ঞতায় কাথলিক মণ্ডলীর সাম্প্রতিক ৩ জন পোপের শিক্ষা ও ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পুণ্যপিতা দ্বিতীয় জন পল

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে পোল্যান্ডের বংশোদ্ভূত কার্ডিনাল ক্যারল যোসেফ ভয়তি কাথলিক মণ্ডলীতে দীর্ঘ প্রায় ২৭ বছর সাধু পিতরের আসন অলংকৃত করে পৃথিবীতে যিশুর মেষদের যত্ন নিয়েছেন। একবিংশ শতকে কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু হিসাবে আধুনিক যুগে তিনি ছিলেন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি তাঁর পোপীয় দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তাঁর সবচেয়ে কাছের এবং বিশ্বস্ত মানুষ হিসাবে পেয়েছিলেন, দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় অংশগ্রহণ করা কার্ডিনাল যোসেফ রাৎসিংগার'কে (পরবর্তীতে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট)। তিনি পোপ দ্বিতীয় জন পলকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন। পোপ দ্বিতীয় জন পল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে সমসাময়িক বিশ্বমণ্ডলী ও খ্রিস্টধর্ম বিরোধী বিশ্ব রাজনীতিতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর পোপীয় দায়িত্ব পালনকালে রাশিয়ার সাথে ভাতিকানের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং আধুনিক যুগে কমুনিষ্ট রাষ্ট্রে ধর্ম অনুশীলনের স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর পোপীয় দায়িত্ব পালনকালে সমগ্র বিশ্বকে একটি মাত্র ধর্মপ্রদেশ হিসাবে দেখতেন এবং নিজেকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের পালক হিসাবে বিবেচনা করতেন। তাঁর এ দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের ১২৯টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। এছাড়া, বলা হয় যে, তিনি বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মপালদেরই (তাঁর সহোদর) ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন এবং তাঁদের কথাও শুনতেন। তাছাড়া বিশ্বের কম্যুনিষ্ট শাসকদের কাছে তিনি ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে পরিচয় করিয়েছেন এবং অস্ত্রের সম্মুখেও নিজ দেশ পোল্যান্ডে তিনি যিশুর ক্রুশের উপর আস্থা রেখেছেন ও সকলকে যিশুর কাছে টেনে এনেছেন।

পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁর শিক্ষায় মানব মর্যাদা, মানবিকতা, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে সাধু পিতরের চত্বরে তিনি মোহাম্মদ আলী আক্সা দ্বারা গুলিবিদ্ধ হলেও, তিনি সে যাত্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং তাঁর আক্রমণকারীকে ক্ষমা করেন ও কারাগারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-ও করেন। ফলে তিনি তাঁর শিক্ষায় ও কাজে বিশ্বের মানুষের কাছে 'মানবতার পোপ' হিসাবেও পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়া মানব মর্যাদা ও মানবিকতার উপর তিনি তাঁর পালকীয় পত্র প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম ১৯৮৬ খ্রিস্টবর্ষে বিশ্ব যুব দিবসের সূচনা করেন এবং ফলে তিনি 'যুবা প্রেমী পোপ' হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। তাই বলা যায় যে, পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁর শিক্ষায় জগতের কাছে যিশুর পালকীয় কাজের (Pastoral Office of Jesus) দিক্‌টি তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর পোপীয় দায়িত্ব পালন কালে প্রায় ১৪টি পালকীয় পত্র প্রকাশ করেন, যেগুলোর মাধ্যমে– ঐশতাত্ত্বিক, নৈতিক, মানব জীবন ও মর্যাদা, বিশ্বাস ও যৌক্তিকতা, মানব মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ সময়কালে তিনি মণ্ডলীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪৮৩ জন সাধু-সাধ্বীর নাম ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সাধ্বী মাদার তেরেসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া তিনি পোল্যান্ডের ফাউষ্টিনা কাওলস্কা, যিনি ব্যক্তিগত ভাবে যিশুর দর্শন লাভ করেন এবং ঐশকরুণাময় যিশুর কথা প্রকাশ করেন, তিনি তাঁকে সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত করেন এবং পোপ দ্বিতীয় জন পল নিজেও ঐশকরুণার যিশুকে জগতের কাছে প্রচার করেন। তিনিই পাস্কা পর্বের দ্বিতীয় রবিবারকে 'ঐশকরুণার' রবিবার হিসাবে ঘোষণা দেন এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পুনরুত্থান অষ্টাহের 'ঐশকরুণা'র রবিবারের পূর্ব সন্ধ্যায় তিনি জগতের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গীয় পিতার কাছে যাত্রা করেন। সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীতে হয়ে উঠেছিলেন একজন দক্ষ পালক, যার শিক্ষা আজও বিশ্বের সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট

একবিংশ শতকের একজন দক্ষ জার্মান ঐশতত্ত্ববিদ, বুদ্ধিদীপ্ত কার্ডিনাল যোসেফ রাৎসিংগার ২৬৫ তম পোপ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যাজক অবস্থায় দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় (১৯৬২-১৯৬৫) ঐশতাত্ত্বিক উপদেশক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যাজক হিসেবে তিনি তাঁর সমসাময়িক উদারমনা ঐশতত্ত্বের জন্য পরিচিত ছিলেন, ফলে তিনি মহাসভায় প্রত্যাদেশ, উপাসনা ও মণ্ডলীর নবায়নে উপাসনায় স্থানীয় ভাষার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সাধু পোপ ষষ্ঠ পল ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কার্ডিনাল পদে মনোনীত করেন এবং সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'ঐশতত্ত্ব ও বিশ্বাসমন্ত্রণালয়ের' প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেন। এ পদে তিনি পোপ নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি কাথলিক মণ্ডলীর চিরাচরিত শিক্ষা ও মাণ্ডলিক ঐতিহ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেন। কার্ডিনাল হিসাবে তিনি তাঁর পূর্বসূরি পোপ দ্বিতীয় জন পলকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করেন। অন্যথায় বলা যায় যে, কার্ডিনাল রাৎসিংগার ছিলেন পোপ দ্বিতীয় জন পলের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎস।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ সাধু যোসেফের পর্বের দিন তিনি রোমের বিশপ এবং পোপ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর এ পোপীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তিনি পোপ দ্বাদশ গ্রেগরী'র (১৪১৫) পর প্রায় ৬০০ বছর পরে কাথলিক মণ্ডলীতে কোন পোপ স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছেন। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁর পোপীয় দায়িত্ব পালনে আধুনিকতাবাদের বিপরীতে মাণ্ডলিক পরম্পরাগত যিশুর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যথায় বলা যায় যে, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁর শিক্ষায় জগতের কাছে যিশুর প্রকৃত শিক্ষাকে (Teaching Office of Jesus) তুলে ধরেছেন। উপরন্তু পোপ বেনেডিক্ট তাঁর পোপীয় দায়িত্ব পালনকালে আধুনিক ভোগবাদের বিপরীতে, দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষার আলোকে মণ্ডলী ও উপাসনায় সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর পোপীয় সেবা দায়িত্ব পালন কালে মাত্র ৩টি পালকীয় পত্র প্রকাশ করেন, যা সামাজিক ন্যায় বিচার, ঐশ ভালবাসা এবং শাশ্বত প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের লেখক এবং বলা যায় একবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ঐশতত্ত্ববিদ। তিনি তাঁর লেখা ও উপদেশের মাধ্যমে আধুনিক যুগে ঐশতত্ত্বের উন্নতি সাধন করেছেন এবং মণ্ডলীতে যিশুর প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরেছেন, যা কাথলিক মণ্ডলীর মূল্যবান ঐশতাত্ত্বিক সম্পদ। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ৬৬টি বই প্রকাশ করেন, যার মধ্যে অনেকগুলো বই-ই বলা যায় কাথলিক বিশ্বাসীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– খ্রীষ্টধর্ম পরিচিতি, নাজারেথের যীশু, প্রেরিতশিষ্যদের জীবনী, মণ্ডলীর পিতৃগণের পরিচিতি, স্পিরিট অব লিটারজি (উপাসনার প্রাণ) প্রভৃতি। পোপ হিসাবেও তিনি তাঁর ধর্মোপদেশে উপাসনার উপর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরেছেন। এমনকি বর্তমান রোমান উপাসনায় যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এটা তাঁর অবদান। বিংশ শতকে রোমানো গুয়ার্দিনি'র পর পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট উপাসনার গবেষক ছিলেন। যিশুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তিনি বড়দিনের অষ্টাহে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বর জননী মারীয়ার মহাপর্বের পূর্ব সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন– 'যিশু তুমি জানো, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মণ্ডলীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং তাঁর লিখিত বইয়ের মধ্য দিয়ে আগামীর মণ্ডলীর খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের আলোকিত করবেন।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস

মণ্ডলীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনার বুয়েনস্ আয়্যারস্- এর জেজুইট কার্ডিনাল জর্জ মারিও বের্গোগ্লিও ১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৬৬ তম পোপ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন খুবই সাধারণ এবং সাদামাঠা। আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিসের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা থেকে তিনি-ই প্রথম পোপ হিসাবে 'ফ্রান্সিস' নাম ধারণ করেন। তিনি তাঁর এক যুগের পোপীয় দায়িত্ব পালনে তাঁর শিক্ষায় মানবতা, মানব মর্যাদা, অবহেলিত মানুষের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা, বিশ্ব শান্তি, প্রকৃতির যত্ন, মঙ্গলসমাচারের আনন্দ এবং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সীমাহীন দয়া, আন্তরিকতা, ক্ষমা ও ভালোবাসাকে (God's Unconditional Love, Mercy, Forgiveness) জগতের কাছে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া তিনি তাঁর শিক্ষায় জগতের কাছে মাতা মণ্ডলীকে সবসময় এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত জায়গা হিসাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্ব শান্তি, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সাধু ফ্রান্সিসের মতো সমাজের দুর্বল-গরীব-অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দেশ ছেড়ে ভিন্ন দেশে আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি দরদ, প্রকৃতির যত্ন, এবং কারাবন্দীদের প্রতি আন্তরিকতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তিনি তাঁর সাধারণ জীবন যাত্রায় সাধারণ জনগণের ভালোবাসার পোপ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি বিশ্বের প্রায় ৬৮টি দেশে তাঁর পালকীয় পরিদর্শন করেন। তিনি কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু হিসাবে ৪টি পালকীয় পত্র রচনা করেন, যা- সামাজিক ন্যায্যতা, প্রকৃতির যত্ন এবং ঐশতত্ত্বের উপর গুরুত্বারোপ করে। তিনি ছিলেন অসীম দৃঢ়চেতার একজন ব্যক্তি। কোন কিছুতেই সহজে ভেঙ্গে পড়তেন না, বরং দৃঢ়তার সাথে তা সম্পন্ন করতেন। তাই শারীরিক অনেক সীমাবদ্ধতায়ও তিনি কোন প্রতিক্রিয়া করতেন না। একবিংশ শতকে ধর্মীয় উদাসীনতায়ও তিনি তাঁর সরল জীবন, শিক্ষা ও আদর্শে অনেক অবিশ্বাসী মানুষ এবং আধুনিক যুগের যুবক-যুবতীদের খ্রিস্টের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন এবং বিশ্বাসী করে তুলেছেন। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষের পোপ এবং পালক। তাই জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণেও তিনি সাধু পিতরের চত্বরে জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, এমনকি পাস্কার আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। অবশেষে তিনিও পুনরুত্থান অষ্টাহের দ্বিতীয় দিনে ২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে সকাল ৭:৩৫ মিনিটে স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে যাত্রা করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, একবিংশ শতকে ৩ জন পোপ ছিলেন আধুনিক যুগের কাথলিক মণ্ডলীর ত্রি-রত্ন। যারা একবিংশ শতকের আধুনিকতার মাঝেও যিশুর শিক্ষাকে জগত ও জগতের মানুষের কাছে তাঁদের শিক্ষায়, কথায় ও জীবনসাক্ষ্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিন জন পোপ-ই উপাসনা পঞ্জিকার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (বড়দিন ও পাস্কা অষ্টাহ) ঈশ্বরের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। জগতের মানুষের কাছে তাঁদের এ যাত্রা বিষাদের হলেও উপাসনার অনুগ্রহকালে ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিন জনই পোপ-ই ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং স্বতন্ত্র; কিন্তু কেউ-ই যিশুর আসল শিক্ষা ও বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। বরং যিশুর বহুমাত্রিক কাজ, শিক্ষা ও মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিকতাকে জগত ও জগতের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁরা একে অপরের সঙ্গে তুলনীয় নয়; বরং ব্যক্তি স্বতন্ত্র, নেতৃত্বে বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসের সাক্ষ্য দানে অতুলনীয় ও স্বকীয়।

তাই আসুন, আমরা পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করি, পোপ ফ্রান্সিসের মহাপ্রয়াণে আধুনিকতার ক্রান্তিলগ্নে পবিত্র আত্মা যেন একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই যিশুর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর পিতরের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে নির্বাচিত করেন।

কুমারী মারীয়া : কাথলিক বিশ্বাস ও কুমারী মারীয়াকে ঘিরে ভ্রান্ত ধারণার এক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা

পাভেল ফ্রান্সিস রোজারিও

“আসলে ঈশ্বর তো এক ও অদ্বিতীয় এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলতে তেমনি একজন মাত্রই আছে - তিনি সেই মানুষ, খ্রিস্ট-যীশু, যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।” - *১ তিমথি ২: ৫-৬*

আমি যখন জার্মানিতে আসি, তখন আমার সাথে একজন জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট বন্ধুর পরিচয় ঘটে, যেকিনা পূর্বে নাস্তিক ছিল কিন্তু পরবর্তিতে খ্রিস্টের পথে ফিরে আসে এবং এখন আমার মতোই নিজের ক্যারিয়ারে মনোযোগ দেয়ার পাশাপাশি খ্রিস্টের বাণী প্রচারে নানান জায়গায় যায় এবং মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। তবে তার সাথে যখন আমার পরিচয় ঘটে, তখন আমার ব্যাপারে সে তেমন একটা জানতো না। কিন্তু আমি যেহেতু বলেছিলাম আমি কাথলিক খ্রিস্টান, তাই সে আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহ দেখালো এবং আমিও খুশি মনে তাকে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করলাম।

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে সে একদিন আমার বাসায় আমার অতিথি হয়ে আসলো এবং নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে সে আমার বাসায় আসার আসল কারণ খুলে বললো। সে আমাকে বলল, আমি কেন কাথলিক এবং আমি কি জেনে শুনে কাথলিক কিনা। এখানে বলে রাখি, আমি যেহেতু প্রায় তিন-চার বছর ধরে বাইবেল ও আদি মণ্ডলী নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করছি এবং হাজার হাজার ঘণ্টা টিভি বিতর্ক দেখেছি, তাই কাথলিকদের নিয়ে অন্যান্য খ্রিস্টান ভাগের (Denomination) কি কি অভিযোগ আছে, সেসব বিষয়ে আমি ভালো ভাবেই ওয়াকিবহাল এবং এ কারণে তার প্রশ্নে আমি কোন প্রকারেই অবাক না হয়ে বরং তার প্রশ্নের পিছনে কি সুপ্ত উদ্দেশ্য থাকতে পারে, সে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই তাকে আমি উত্তর দিলাম।

ক। কাথলিক মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: আমাদের কেন কাথলিক বলা হয়?

আমি তাকে বললাম, “এই যে তুমি বললে আমি ‘কাথলিক’ - এই ‘কাথলিক’ শব্দটি কিন্তু একটি গ্রীক শব্দ “katholikos" (καθολικός) থেকে এসেছে, যার প্রকৃত অর্থ “সার্বজনীন (universal)” বা “সমগ্রের জন্য (according to the whole)”। এটি বলার পর তার দিকে মৃদু হেসে বললাম, আর এই ভাষাতেই নতুন নিয়মের চারটি বই মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লেখা হয়েছে।” সে আগে থেকেই জানতো কিনা জানি না তবে সে যে আমার পাঞ্চটি বুঝতে পারেনি, তা নিয়ে আমার কোন সংশয় ছিল না।

আমি তাকে বললাম, এই যে কাথলিক শব্দটি ব্যবহার করে আমরা আমাদের পরিচয় দেই, এটি প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়েছিল ১০৭ খ্রিস্টাব্দে, যা আদি মণ্ডলীর একজন প্রভাবশালী বিশপ, ধর্মতাত্ত্বিক এবং ধর্মশহীদ সেন্ট ইগ্নাসিউস অফ অ্যান্টিওক তাঁর স্মিরনিয়ানদের (Smyrnaeans) প্রতি লেখা পত্রে উল্লেখ করেন - “দি কাথলিক চার্চ”। এবার তুমি হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন এই ব্যক্তির উল্লেখ করা নাম গুরুত্বপূর্ণ - কারণ, তিনি যিশুর প্রেরিত শিষ্য যোহনের শিষ্য অ্যাপোস্টলসের সরাসরি শিষ্য ছিলেন। আর তুমি তো সাধু পলের পত্র পড়ে এটা বুঝতেই পারছ যে, ঐ সময়ে যিশুর প্রেরিত বিভিন্ন শিষ্যরা ও খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা দূরের কোন মণ্ডলীকে কিছু বলতে বা ধর্ম শিক্ষা দিতে গেলে চিঠি লিখেই দিত এবং বিশপ সেন্ট ইগ্নাসিউস অফ অ্যান্টিওকও ঠিক তাই করেছিলন। উনার লেখা চিঠিতে খ্রিস্ট মণ্ডলীকে উনি ‘কাথলিক মণ্ডলী’ বলেই পরিচয় করে দিয়েছিলেন যা কিনা আজও অবধি টিকে আছে পবিত্র আত্মারই পরিচালনায় *(যোহন ১৪:১৬-১৭, যোহন ১৪:২৬, যোহন ১৫:২৬, যোহন ১৬:১৩)*।

এতোটুকু পড়ে আপনাদের হয়তো অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন, লিখতে চেয়েছি মা মারীয়াকে নিয়ে, কিন্তু আমি শুরু করেছি মণ্ডলীর ইতিহাস নিয়ে। আসলে এতোটুকু যদি না বলতাম, তাহলে আমার সুদীর্ঘ আলোচনার প্রকৃত অর্থ বা কারণ বুঝা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়তো, বরং এখন আমি যখন মা মারীয়াকে নিয়ে লেখা শুরু করব, তখন আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, কেন ১ তিমথি ২:৫-৬ দিয়ে শুরু করা বাইবেলের পদ ও আদি মণ্ডলীর স্বল্প পরিসরের ইতিহাস আলোচনা অত্যাবশ্যক।

আমি আমার জার্মান বন্ধুকে এতোটুকু বলে বললাম, বিশপ সেন্ট ইগ্নাশিয়াস অফ অ্যান্টিওক উনার লেখা পত্র ও উনার অন্যান্য লেখনীতে সব সময়ে যিশু যে সত্যিকারের ঈশ্বর ও সত্যিকারের মানুষ (CCC 464, CCC 468, Referring to the Council of Chalcedon, 451 AD, and CCC 469), এবং চার্চের নেতৃত্ব বিশপদের হাতে থাকা উচিত - তার উপরেই বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন এবং সেই জন্যই আদি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পাওয়া সকল শিক্ষা, লেখনী (নতুন নিয়মের প্রতিটি বই), ও ঐতিহ্য/ট্র্যাডিশন (অ-লিখিত শিক্ষা) কে আকড়ে ধরেই আমাদের কাথলিক মণ্ডলী আজও খ্রিস্টের শিক্ষাকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা সত্য যে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেছে কিন্তু যে মণ্ডলী যিশুখ্রিস্ট প্রেরিতশিষ্য পিতরের উপরের ভিত্তি স্থাপন করে ছিলেন (“আর আমি তোমাকে বলছি, তুমি তো পিতর (পাথর), আর এই পাথরের উপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলবো। অধোলোকের শক্তি তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারবে না। আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেব; পৃথিবীতে তুমি যা-কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে; আর পৃথিবীতে তুমি যা-কিছুর বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়া হবে।” - *(মথি ১৬:১৮)*, সেই মণ্ডলী আজও তাঁর আদর্শে টিকে আছে এবং তা আছে এক নেতৃত্বের ছায়াতলে (পোপ)। এতোটুকু বলার পরই সে আমাকে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করল এবং তাদের মধ্যে একটি হলো - আমরা কেন মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করি?

আপনারা এটা হয়তো জানেন যে, প্রোটেস্ট্যান্টরা সব সময়ে বাইবেলের নানা অধ্যায়/পদ উল্লেখ করে অন্যদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে এবং আপনি যদি সত্যিকার অর্থে বাইবেলের অর্থ না বুঝে থাকেন, তাহলে তাদের তৈরি করা ট্র্যাপে (ফাঁদে) পরে যেতে বাধ্য। তাই তাদের সাথে কথা বলার আগে আপনাকে অবশ্যই বাইবেল পড়তে, জানতে ও বুঝতে হবে।

তারা যেহেতু মণ্ডলীতে পোপের প্রধান আসন, আদি মণ্ডলীর ঠিক করে দেয়া বাইবেলের সংখ্যা থেকে ৭টি বই ফেলে দেয়া এবং মা মারীয়ার নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণ, চিরকুমারীত্ব, স্বর্গারোহণ, মধ্যস্থতা ও অভিবন্ধিতা (Mediator & Intercessor), গৌরবগান ও সম্মাননা (Veneration of

Mary) কে মানে না, তাই তারা ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কাথলিক যাজক মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে মণ্ডলী ছেড়ে নতুন একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন - প্রোটেস্ট্যান্ট। তারা যেহেতু কাথলিক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে (প্রোটেস্ট) গিয়েই নতুন একটি ধারা খুলেন, তাই তার নাম দেয়া হয়েছিল প্রোটেস্ট্যান্ট এবং তাদের পরবর্তিতে নিজেদের বানানো নানা শিক্ষার মধ্যে মা মারীয়াকে না মানা নিয়েও প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে এবং সেই সময় থেকে আজ অবধি তারা নানা ভাবে কাথলিকদেরকে এসব নিয়ে আক্রমণ ও বিদ্রুপ করে থাকে।

এখন আসি আসল আলোচনায় এবং আসা করি কেন মা মারীয়াকে নিয়ে তাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা ও এই বিষয়ে নিজেদেরও জানার দরকার, তা অনুভব করছেন।

খ। যিশুখ্রিস্টই কি একমাত্র মধ্যস্থকারী?

আমার বন্ধু আমাকে তার বাইবেল খুলে বলল, তুমি ১ তিমথি ২:৫-৬ খোল (যদিও আমি বুঝতে পারিনি সে ঠিক কোন বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছে) এবং আমি তা খুলে মুচকি হাসলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হাসছো যে? আমি মাথা নেড়ে কিছু না বলে বললাম, আমি পড়ব নাকি তুমি পড়বে? সে আমাকে পড়তে বলল। আমি পড়তে শুরু করলাম, "আসলে ঈশ্বর তো এক ও অদ্বিতীয় এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলতে তেমনি একজন মাত্রই আছে - তিনি সেই মানুষ, খ্রিস্ট-যিশু, যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।" আমার পড়া শেষ হলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এই কথাটি শুনার পরেও কি তোমার এতোটুকু সন্দেহ আছে যে যিশুখ্রিস্ট ব্যতীত ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে আর কেউ নেই - এখন এটা মা মারীয়া, সাধু যোসেফ কিংবা তোমাদের তথাকথিত সাধু-সাধ্বী যে কেউই হোক!

আমি তাকে বললাম, আমি তো এটি পড়েছি, তুমি কি ঠিক কিছুটা আগে গিয়ে ১ তিমথি ২: ১-৩ পর্যন্ত পড়বে? কারণ কোন অধ্যায়ের প্রথম থেকে পড়লেই হয়তো আমাদের আলোচনা করতে আরেকটু সুবিধা হবে। সে পড়তে শুরু করল (ইংরেজিতে), "সর্বপ্রথমে একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই: সকল মানুষের জন্যে আর বিশেষ করে যত রাজা, এবং কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলেরই জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, মিনতি, আবেদন এবং ধন্যবাদ জানানো উচিত, ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেই যাতে আমরা স্থির শান্ত জীবন যাপন করতে পারি। এমন প্রার্থনা জানানো ধর্মসম্মত। এতে আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর প্রীতই হন।" ১ তিমথি ২:৫-৬ পদটি দেখার পর আমি যেমন হেসেছিলাম, এবার সে আমার দেয়া পদটি পড়ার ঠিক একইভাবে মুচকি হাসল এবং আমি তাকে বললাম, পড়লে তো সবটাই পড়তে হয় বন্ধু, নয়তো সাধু পৌলের বলা কথার প্রকৃত অর্থটাই যে হারিয়ে যায়! এরপর আমি কাথলিক.কম (https://www.catholic.com/audio/ddp/jesus-the-one-mediator) এ জিমি একিন্সের একটি আর্টিকেল দেখিয়ে পুরোটা তাকে পড়ে শুনালাম এবং আপনাদের জন্যও আমি বাংলায় অনুবাদ করে তুলে দিচ্ছি:

"খ্রিস্ট একমাত্র মধ্যস্থ, তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। "মধ্যস্থকারী" (গ্রিক: mesitēs) শব্দটি প্রথমে বাণিজ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হত, যা দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করাকে বোঝাতো। ইহুদি ধর্ম ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মে, এই শব্দটি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য মধ্যস্থতাকারীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হত, যিনি তাদের মধ্যে মিলন ঘটাতেন।

তাই একদিক থেকে, যিশুই অনন্যভাবে মধ্যস্থকারী। কারণ হিসেবে প্রথমত, যিশু ঈশ্বর হয়েও (ত্রি-ব্যক্তির একজন) মানুষ হিসেবে দেহধারণ (Incarnation) করেছেন, এবং একমাত্র ঈশ্বর-মানব হিসেবে, তিনি ঈশ্বর ও মানুষের সত্তাগত স্বতন্ত্রতার অংশীদার হয়েছেন (CCC 618) (সহজ ভাবে বললে, ত্রি-ব্যক্তির তিনিই একমাত্র যিনি একই সাথে ঈশ্বর ও মানুষ হয়েছেন - দুইয়েরই স্বাদ গ্রহণ করেছেন)।

দ্বিতীয়ত, কারণ তিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষ হয়ে দেহধারণ করেছেন (God incarnate) ও নতুন সন্ধির (New Covenant) মধ্যস্থকারী রূপে আভির্ভূত হয়েছেন *(হিব্রু ৮:৬; ৯:১৫; ১২:২৪)*, যেমনটা প্রবক্তা মোশী পুরাতন সন্ধির মধ্যস্থকারী হিসেবে ছিলেন *(গালাতীয় ৩:১৯)*।

তবে এটা বলে রাখা ভালো যে, যিশুর "একজন মধ্যস্থ" হওয়া মানে এই নয় যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে অন্য কেউ মধ্যস্থকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে না। পল নিজেও কিন্তু একজন মধ্যস্থকারী ছিলেন এবং যেই পদে তিনি যিশুকে "একজন মধ্যস্থকারী" বলেছেন, সেখানেই তিনি নিজেকেও একজন প্রেরিত (apostle) হিসেবে উল্লেখ করেছেন *(১ তিমথি ২:৭)*। অন্যরাও একই রকম ভূমিকা পালন করেছেন (২ করিন্থীয় ৫:২০; তুলনা করুন: ১ থেসালনিকীয় ৫:১২; হিব্রু ১৩:১৭), এমনকি সমস্ত খ্রিস্টানও সম্প্রদায় *(২ করিন্থীয় ৩:২-৩; ১ পিতর ৩:১৫)*।

যিশুখ্রিস্ট যেমন আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন *(রোমীয় ৮:৩৪; হিব্রু ৭:২৫; ১ যোহন ২:১)* এবং মধ্যস্থকারী হিসেবে আমাদের চাওয়া পাওয়া পিতা ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেন, ঠিক তেমনি পবিত্র আত্মাও আমাদের হয়ে মধ্যস্থতা করে থাকেন *(রোমীয় ৮:২৬-২৭)*।

যদিও যিশু আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন *(রোমীয় ৮:৩৪; হিব্রু ৭:২৫; ১ যোহন ২:১)*, কিন্তু তিনিই একমাত্র নন। পবিত্র আত্মাও মধ্যস্থতা করেন *(রোমীয় ৮:২৬-২৭)*, এবং সকল খ্রিস্টানদেরও এই একই আহ্বান জানিয়ে এসেছেন। এই কারণে, যিশু আমাদের নিজেদের ও অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে শেখান *(মথি ৬:৫-১৩)*, এবং শত্রুদের জন্যও প্রার্থনা করতে বলেন *(মথি ৫:৪৪)*। তিনিই যদি মানব জাতির সকল দুঃখ ক্লেশের জন্য একমাত্র মধ্যস্থকারী হতেন, তাহলে তো প্রশ্ন জাগে, আরেকজন ব্যক্তির হয়ে আমাদেরকে কেন যিশু খ্রিস্ট প্রার্থনা করতে বলেছেন?

এমনকি যেই পল আমাদেরকে "যিশু একমাত্র মধ্যস্থকারী" বলে তিমথির কাছে লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন, সেই তিনিই আবার নিজের জন্য ও অন্যান্যদের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করেছেন *(রোমীয় ১৫:৩০; ২ করিন্থীয় ১:১১; ২ থেসালনিকীয় ৩:১-২)*।

তাই যদি প্রেরিতদূত সাধু পৌলের লেখা অনুযায়ী যদি "যিশুই মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একমাত্র মধ্যস্থকারী" কথার মানে এটাই হতো, তাহলে তা স্বয়ং যিশুর শেখানো শিক্ষার সাথেই সাংঘর্ষিক হত, এবং উনার নিজের শিক্ষার সাথেও তা ঘটতো।"

এতোটুকু পড়ার পর এবার আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তোমারাও তো একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করে থাক এবং একে অন্যের সাথে দেখা হলে একে অপরের জন্য প্রার্থনা চাও - চাও না? সে বলল, হ্যাঁ তা চাই, তবে তারা জীবিত এবং আমাদের প্রার্থনা শুনতে পারে! মা মারীয়া কিংবা অন্যান্য সাধুরা তো মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা কীভাবে আমাদের প্রার্থনা শুনতে পায়?

আমি তখন তাকে থামিয়ে বললাম, যদিও তুমি এখানে দুটি বড় আলোচনার শুরু করেছ, তবে তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করি - ঈশ্বর কি মৃতদের ঈশ্বর নাকি জীবিতদের ঈশ্বর? সে কিছুক্ষণ ভাবল এবং বোধ হয় ভেবে পাচ্ছিল না, কি উত্তর দেবে কারণ সে জানে যে আমি এখন মথি ২২: ৩১-৩২ এর কথা বলব যেখানে যিশু বলেছেন, "এবার মৃতদের পুনরুত্থানের প্রসঙ্গেই আসা যাক! আপনারা কি শাস্ত্রে আপনাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ঈশ্বরের এই উক্তিটি কখনো পড়েননি: আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তিনি তো মৃতদের নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর।"

সে আমাকে উত্তর দিল, এটা মানলাম কিন্তু উনারা তো আমাদের প্রার্থনা শুনতে পান না!

আমি বললাম, তাহলে প্রত্যাদেশ গ্রন্থের (বাইবেলের শেষ বই Revelation) ৫:৮

এ যোহন কেন লিখেছেন, “তখন আমি দেখলাম - তিনি (মেষশাবক, খ্রিস্ট নিজে) যখন পুঁথিটি নিচ্ছিলেন, তখন চারটি প্রাণী আর চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকটির সামনে ভূমিষ্ট হলো। প্রত্যেক প্রবীণের হাতে ছিল একটি করে বীণা আর ধুনোয় ভরা একটি করে সোনার পাত্র। আসলে সেই ধুনো হল পুণ্যজনদের মিলিত প্রার্থনা।” এরপর আমি আবার বললাম, “কিংবা প্রত্যাদেশ গ্রন্থের ৮:৩-৪, যেখানে যোহন লিখছেন, “তারপর আমি দেখলাম - (৩) এই সময়ে আর একজন স্বর্গদূত বেদীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে একটি সোনার ধুনুচি। তাঁকে তখন দেওয়া হল ধুনো, যাতে ঐশ সিংহাসনের সামনে ঐ যে সোনার বেদীটি রয়েছে, তিনি যেন ঐ বেদীটির অপর একইসঙ্গে নিবেদন করতে পারেন সকল পুণ্যজনদের মিলিত প্রার্থনার নৈবেদ্য এবং সেই ধুনোর অর্ঘ্য। (৪) তখন স্বর্গদূতের হাত থেকে একইসঙ্গে সেই ধুনোর ধোঁয়া এবং পুণ্যজনদের সেই মিলিত প্রার্থনা উর্ধের দিকে যেতে লাগলো - যেতে লাগলো ঈশ্বরেরই কাছে।”

আমার বন্ধু আমার কাছ থেকে বাইবেলটি নিয়ে সে নিজে আবার পদটি পড়তে লাগলো এবং তার বাইবেলের দিকেও তাকিয়ে মেলানোর চেষ্টা করল আমি কোন কিছু ভুল বলেছি কিনা। এরপর আমি তাকে বললাম, যদিও আক্ষরিক ভাবে না তবে একজন ধনী ব্যক্তি ও লাজারের উপমা কাহিনীর কথা কি মনে আছে, যেখানে লাজার পিতা আব্রাহামের কোলে বসেছিল এবং ধনী ব্যক্তিটি নরক থেকে অনুরোধ করেছিল, যেন লাজারকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে তার ভাইদের সতর্ক করে, কিন্তু আব্রাহাম বলেছিলেন, যদি তারা মোশী ও প্রবক্তাদের কথা না শোনে, তবে মৃত কেউ ফিরে এলেও তারা বিশ্বাস করবে না *(লুক ১৬:১৯-৩১)*! *(চলবে)*

ACCOUNTING COACHING
HSC, BBA, BBS & MBA

HSC-হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স,
পরিসংখ্যান ও ICT

নটরডেম ও হলিক্রসের জন্য আলাদা ব্যাচ

Home Tutor দেওয়া হয়।

চাকুরিজীবিদের জন্য সুবিধাজনক সময়।

ফার্মগেট: ২০/১ ইন্দিরা রোড
(পরিচালনায় ঃ বোর্ড পরীক্ষক)

Mobile : 01886-593691

বিপ্র/৬৪/২৫

তোমরা আছ, তোমরা থাকবে, আমাদের হৃদয়ের মাঝে।

মে মাসে বিশ্ব মা দিবস পালিত হয়। যখন সবাই মাকে ভালবাসা জানায় তখন আমরা তোমাকে ভালবাসা জানাতে পারি না! তোমাদের হারানোর এ ব্যথা কাউকে বুঝানো যাবে না। প্রতিনিয়ত আছ তোমরা আমাদের প্রার্থনায় ভালোবাসায় যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমরা আমাদের প্রার্থনায় থাকবে।

বিশ্বাস করি তোমরা আমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করো।

প্রিয় পাঠক আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ১৬ মে, বাবার মৃতুবার্ষিকী ৩০ জুন, সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন।

আমরা ভালো আছি আপনারাও ভাল থাকুন।

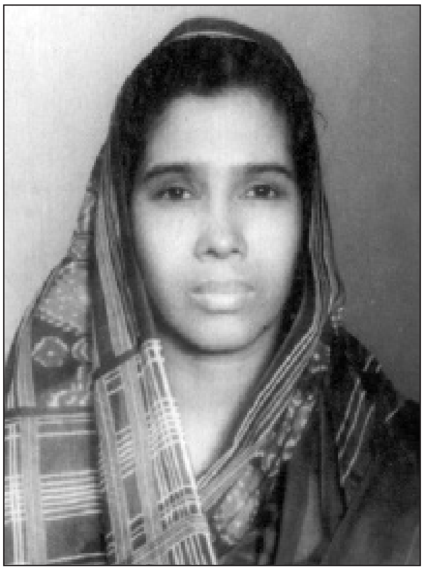

প্রয়াত জন দাড়িয়া
মৃত্যু : ৩০ জুন, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

পরিবারের পক্ষে তোমার সন্তানেরা
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

প্রয়াত আঞ্জেলা দাড়িয়া
মৃত্যু : ১৬ মে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

বিপ্র/৬০/২৫

গত সংখ্যার বাকি অংশ

জুবিলী বর্ষ: খ্রিস্টীয় জীবন নবায়নে আশার তীর্থযাত্রী মণ্ডলী

ফাদার ইনবার্ট কোমল খান

'আশার তীর্থযাত্রী'দের জয়ন্তী বর্ষে খ্রিস্টীয় জীবন তথা খ্রিস্ট-বিশ্বাস নবায়নে কয়েকটি ভাবনা-প্রস্তাব উপস্থাপন করা যায়। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো জয়ন্তী বর্ষে প্যারিশ পর্যায়ে ঐশ্বগুণ আশার অভিজ্ঞতাকল্পে নির্দেশনা প্রদান করা, খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসকে আরও সুগভীর করা এবং বিশ্বাসের সেবাকর্মে সম্পৃক্তকরণ ও সামাজিক বা মাণ্ডলীক কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যদের সাথে সেই খ্রিস্টীয় আশা ভাগ করে নেওয়া।

১। সর্বপ্রথম আত্ম-মূল্যায়ণ হওয়াটা জরুরি, কেননা নিজেদেরকে প্রশ্নের উর্ধ্বে রেখে আগামীর জন্য আশাপূর্ণ কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। যত বেশি আমরা আমাদের সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে অবহিত হব ততো বেশি বাস্তব পন্থা অবলম্বন সহজ হবে। মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ, যাজক ব্রতধারি-ব্রতধারিণী, কাটেখিস্ট থেকে শুরু করে সকলেরই একটা আত্ম-মূল্যায়ন করতে হবে। যে দায়িত্বভার তাঁদের উপর ন্যস্ত তা তাঁরা ঠিকঠাক পালন করছে কিনা দেখাটা জরুরি।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন বিবেচনায় আনতে পারি। খ্রিস্টপ্রভু আমাদের মুক্তির যে আশা দিয়েছেন তা পাবার জন্য বিশ্বাস-জীবনের যে যত্ন নেওয়ার কথা তা প্রতিজন নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ঠিকমত নিচ্ছি কিনা; এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখি: বিশ্বাসের যত্ন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার সাথে জড়িত যাজক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তির একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা এবং ভক্তজনসাধারণের সদিচ্ছাপূর্ণ সাড়াদান। অতএব, উপাসনার শিরোমণি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গকালে যাজক উপাসনা-রীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেন কিনা, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি সংস্কার প্রদানে যাজকগণ সদা তৎপর কিনা, সংস্কার প্রদানকালে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিনা - তা মূল্যায়ন প্রয়োজন। যাজকের জীবনে পবিত্র সংস্কারগুলোর সম্পাদনা করা-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা তিনি স্বীকার করেন ও পালন করেন কিনা, Sense of sacredness (পবিত্রতা বোধ) কে ধারণ করে কোনরকম sacrilege-এর পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখছেন কিনা, নাকি মনের অজান্তে পাপ করছেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের সাথে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের যত্নের বিষয়-টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আশার তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্বাসের নবীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর এই চলমান প্রক্রিয়ায় যাজকের সঠিক ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনের একমাত্র আশা হলো খ্রিস্টের পুনরুত্থানের অংশী হওয়া, চিরমুক্তি লাভ করে বিশ্বাসীর জীবন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চিরকাল বাস করবে। আর এই আশা নিয়েই আমরা বিশ্বাসের জীবনযাপন করি। এই কথা মনে রেখে আমাদের ভক্তজন সাধারণকেও আত্ম-মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা আমাদের সমাজে আশাহতের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ একজন বিশ্বাসীর জীবনে আশা ব্যতিত হতাশা বা নিরাশার কোন স্থান নাই। ধর্মীয় শিথিলতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়-এর কারণে আত্মহত্যা বেড়ে যাচ্ছে।

জুবিলী-২০২৫
আশার তীর্থযাত্রী

অথচ একজন খ্রিস্ট-বিশ্বাসীর কাছে জীবন্ত ঈশ্বর প্রদত্ত দান। তাই খ্রিস্ট অনুসারীকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে আধ্যাত্মিক জীবনের অবনতির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে। আর সেজন্যই পবিত্র বাইবেল পাঠ, নিয়মিত ধর্ম-চর্চা, ধর্মশিক্ষা গ্রহণ, সাক্রামেন্ত গ্রহণ, সেবাকাজ, ও ধর্মপল্লী বা মিশনের কাজে নিজেকে কতটা সংযুক্ত করেছি তা মূল্যায়ন প্রয়োজন। আমার ধর্মগুরুদের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্য প্রকাশ করি, খ্রিস্ট-বিশ্বাসের জীবন কিভাবে আরও খ্রিস্টীয় হতে পারে সেই পরামর্শ নিতে কি পুরোহিতের কাছে আসি? নাকি শুধু পার্থিব প্রয়োজনে আসছি?

২। আত্ম-মূল্যায়নের পর সবকিছুকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমাদের বিশ্বাস ও আশাকে আরো ত্বরান্বিত করবার জন্য আমাদের ইতিবাচক যে বিষয়গুলো আছে তার দিকে একটু নজর দিতে চেষ্টা করি। কারণ প্রায়শই আমরা নিজেদের অবমূল্যায়ন করে বলি যে আমাদের এটা নাই সেটা নাই এমন কি কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদের যোগ্য কোন ফাদারও নাই। অথচ আমাদের এই ক্ষুদ্র খ্রিস্ট মণ্ডলী দেশীয় ফাদারগণ দ্বারা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও মানবসেবায় বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলছে। একটি তালিকা করলে তা সহজেই আমরা বের করতে পারি এবং অনুপ্রাণিত হতে পারি। কিন্তু আমরা হতাশার কথা বলি প্রায়ই। আমরা ভুলে যাই যে 'আশা'র ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিক, কারণ আশা নবায়ন করে, উন্নতির পথ দেখায়। এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয়ের উদ্ধৃত উক্তি: "আশা আমাদের কখনও নিরাশ বা হতাশ করে না' স্মরণ করতে পারি।

৩। মূল্যায়ন শেষে কিছু পালকীয় পরিকল্পনা নিতে হবে। যেমন: আশার তীর্থযাত্রীদের সত্যিকার 'তীর্থযাত্রী' হয়ে ওঠার জন্য ধর্মপল্লী পর্যায়ে পালক পুরোহিতগণ তীর্থ করার উপর জোর দিন। জয়ন্তী বর্ষকে আধ্যাত্মিকভাবে তীর্থযাত্রার সময়কাল হিসাবে ঘোষণা করুন ও কর্মসূচি গ্রহণ করুন। প্যারিশনারদের নিজেদেরকে "আশার তীর্থযাত্রী" হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করুন; তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে তারা ঈশ্বরের দিকে নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে আনন্দের সাথে যাত্রা করছেন।

৪। দৈনিক প্রার্থনা এবং আশা বিষয়ক অনুধ্যানের জন্য বাইবেলের পদ বা অনুধ্যানমূলক বিভিন্ন materials প্রদান করুন। সাধু সাধ্বীদের জীবনী থেকে আশা প্রদানকারী অনুপ্রেরণামূলক ঘটনা বা কথা পাঠ করতে ও ধ্যান করতে উৎসাহিত করুন। ব্যক্তি এবং পরিবারকে ধর্মগ্রন্থের সাথে পরিচিত ও বাণীর সাথে দৈনিক একাত্ম হতে আমন্ত্রণ জানান। বিশ্বাস এবং আশার বিষয়বস্তুগুলিতে মনোনিবেশ করুন। পরিবারগুলির জন্য তাদের অনুধ্যান লেখার জন্য একটি "তীর্থযাত্রীয় জার্নাল" তৈরি করুন।

৫। আশা হলো একটি ধর্মতাত্ত্বিক গুণ। পোপ প্রথম জন পল, তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে জোর দিয়েছিলেন যে, আশা প্রতিটি খ্রিস্টানের জন্য একটি অপরিহার্য গুণ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তাঁর অপরিসীম প্রেম ও তাঁর বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রেখে, 'আশা' আমাদের আশ্বস্ত করে যে, আমরা একা নই, অকেজো বা পরিত্যক্ত নই। বরং, আমরা একটি ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ যা আমাদের পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত স্বর্গে নিয়ে যায় (General Audience, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)। সুতরাং পালকগণ শিক্ষা দেন যে, 'আশা' ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি উপহার, যা বাপ্তিস্মের সময়

আমাদের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল। এই জুবিলী বছর হল নবজীবনের একটি ডাক, আশার সক্রিয় অনুশীলনের আহ্বান-ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখা এবং জীবনের চ্যালেঞ্জের বাইরে তাঁর সাথে অনন্ত আনন্দের দিকে তাকানো।

৬। বিশ্বাস, আশা এবং ভক্তি-প্রেম এ গুণাবলীর উপর মাসিক কর্মশালা বা ছোট ছোট দলগত আলোচনার আয়োজন করুন। এই ধর্মতাত্ত্বিক গুণাবলী কীভাবে আমাদের জীবনকে একটা আকার/রূপ দেয় এবং ঈশ্বরের প্রেমের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে তার উপর এই কর্মশালাগুলি আলোকপাত করবে। মনে রাখবেন যে, খ্রিস্টানদের আশার সাক্ষী হতে বলা হয়েছে। "যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাঁকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক" *(১ পিতর ৩:১৫)*। "প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তিদানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও" *(রোমীয় ১৫:১৩)*।

৭। প্যারিশনারদের তাদের চারপাশের লোকদের প্রতি ছোট ছোট দয়ার কাজে জড়িত হতে উৎসাহিত করুন-অসুস্থদের সাথে দেখা করা, শোকাহতদের সান্ত্বনা দেওয়া, অভাবীদের খাবার প্রদান করা ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করা। একটি "আশা বৃত্ত"-এর উদ্যোগ গ্রহণ করুন যেখানে প্যারিশনাররা একে অপরের জন্য প্রার্থনা করতে একত্রিত হতে পারে, বিশেষ করে যারা জীবন-সংগ্রাম করছেন তাদের জন্য।

এই মাণ্ডলীক সমর্থন প্যারিশ-পরিবারের বন্ধনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। কারণ পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বলেন যে, 'আশা' জীবন বদলে দেয়। তিনি লিখেছেন, 'আশা' আমাদের বর্তমানকে সহ্য করতে সাহায্য করে কারণ এটি এমন একটি লক্ষ্যের দিকে নির্দেশ করে যা যাত্রার প্রচেষ্টাকে ন্যায্যতা দেয়। (Spe Salvi, ৩০ নভেম্বর, ২০০৭)।

৮। ব্যক্তিগত সাক্ষ্যকে উৎসাহিত করুন। জয়ন্তী বছরে খ্রিস্টভক্তদেরকে আশা সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান-কীভাবে তাদের বিশ্বাস তাদের টিকিয়ে রেখেছে এবং কীভাবে তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে শক্তি পেয়েছে। এই সাক্ষ্যগুলি 'আশা'র শক্তির জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বাস-সহভাগিতার জন্য ছোট ছোট দল তৈরি করুন যেখানে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরকে উৎসাহিত করতে, ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে এবং একসাথে প্রার্থনা করতে পারে। এই দলগুলি জীবনের পরীক্ষা এবং চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে 'আশা'র ভূমিকার উপর মনোনিবেশ করবে। শেষে সাক্ষ্য সংকলিত একটি বই বের করুন।

৯। গৃহহীন, বয়স্ক দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য স্থানীয় দাতব্য সংস্থা বা পরিষেবা সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করুন। এই সংস্থাগুলিতে 'আশার দূত' হতে প্যারিশনারদের উৎসাহিত করুন। পোপ ফ্রান্সিস আশার রূপান্তরকারী শক্তিকে সুন্দরভাবে সারসংক্ষেপে তুলে ধরেছেন: "আশা আমাদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে প্রবেশ করতে সক্ষম করে যাতে আমরা আলোতে চলতে পারি।" তিনি আশাকে এমন শক্তিশালী গুণ বলে অভিহিত করেন যা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়ার শক্তি দেয় (General Audience, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮)। আমাদের বর্তমান অনিশ্চয়তার যুগে, আশার সংক্রামক রূপের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন: 'খ্রিস্ট, আমার আশা, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন!' আর এই সত্য হলো মন্দের উপর প্রেমের বিজয়, এ এমন একটি বিজয় যা দুঃখকষ্ট এবং মৃত্যুকে 'এড়িয়ে' যায় না, বরং তাদের মধ্য দিয়ে যায়, অতল গহ্বরে একটি পথ খুলে দেয়, মন্দকে ভালোতে রূপান্তরিত করে" (Urbi et Orbi Message, ১২ এপ্রিল ২০২০)। "খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সাথে সাথে", পোপ ফ্রান্সিস আমাদের মনে করিয়ে দেন, আমরা "একটি মৌলিক অধিকার অর্জন করেছি: 'আশা করার অধিকার' যা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।"

১০। স্থানীয় এলাকার মধ্যে একটি তীর্থযাত্রার আয়োজন করুন। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করুন: নির্জন বা নীরব ধ্যানের জন্য দিবস-এর ব্যবস্থা করুন এবং ভক্তজনগণের আত্মাকে পুষ্ট করার জন্য পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণে উৎসাহিত করুন এবং আধ্যাত্মিক নির্দেশনা প্রদান করুন। ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সংযোগ গড়ে তোলার জন্য, প্যারিশনাররা আধ্যাত্মিকভাবে আশায় প্রোথিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জপমালা, ধ্যানমূলক প্রার্থনা বা ধর্মগ্রন্থ পাঠের মতো দৈনন্দিন অনুশীলনের পরামর্শ দিন।

১১। প্যারিশে 'আশা'র একটি দৃশ্যমান প্রতীক ব্যবহারকে উৎসাহিত করুন- যেমন "আশার বৃক্ষ", যেখানে প্যারিশনাররা প্রার্থনা, আশা বা উদ্দেশ্য লিখে ঈশ্বরের কাছে সম্মিলিতভাবে নৈবেদ্য হিসেবে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন।

১২। ঈশ্বরজননী কুমারী মারিয়া-কে 'আশা' (প্রভু যিশু)র মাতা হিসাবে আমাদের বিশ্বাসের জীবনে তাঁর ভূমিকা ও আদর্শ যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা সকলের মাঝে তুলে ধরুন। মা মারীয়ার আশাপূর্ণ জীবনের মাহাত্ম্য দেখে মানুষ যেন জীবনের সন্ধান পায়। মা মারীয়ার চরণে নিজেকে রেখে ব্যক্তি যেন জীবনের 'আশা'কে ধরে রাখতে পারে এবং পরম আশা খ্রিস্টের দিকে ধাবিত হতে পারে।

উপসংহার: "আশার তীর্থযাত্রীদের" জয়ন্তী বছর হল ঐশ জনগণের জন্য আশার রূপান্তরকারী শক্তি অনুভব করার, ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করার এবং সেবা ও ভালোবাসার মাধ্যমে সেই আশা ভাগ করে নেওয়ার একটি পবিত্র সুযোগ। বিশ্বাস, আশা ও প্রেম এই তিন ধর্মতাত্ত্বিক গুণাবলীর অনুশীলনের উপর জোড় দিয়ে একটি শক্তিশালী ও সহায়ক স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলী গড়ে তোলার মাধ্যমে, আমরা সকলেই পবিত্রতা এবং আনন্দে একসাথে বেড়ে উঠব। আসুন আমরা আশায় পূর্ণ হৃদয় নিয়ে এগিয়ে যাই খ্রিস্টের সাথে, আমাদের চিরন্তন গন্তব্যের দিকে যাত্রা করি। খ্রিস্টের আলো আমাদের সাথে বহন করি, যিনি আমাদের প্রকৃত আশা এবং আমাদের পরিত্রাণ। আসুন আমরা তাঁর প্রেমে রূপান্তরিত হওয়ার এবং বিশ্বের সাথে এই আশা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগটি গ্রহণ করি, যেখানেই যাই শান্তি, আনন্দ এবং পুনর্মিলনকে সাথে নিয়ে যাই। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জয়ন্তী আমাদের হৃদয় এবং জীবনকে পুনর্নবীকরণ করুক, আমাদেরকে আশার প্রকৃত তীর্থযাত্রী করে তুলুক। এই যাত্রায় বিশ্বাস আমাদের চিরসঙ্গী বলে আসুন আমরা সামসঙ্গীত ২৭:১৪ এর কথাগুলি মনে রাখি: "প্রভুর জন্য অপেক্ষা কর; বলবান হও, আর তোমার হৃদয় সাহসী হোক; প্রভুর জন্য অপেক্ষা কর।" তীর্থযাত্রার এই সময়ে, আসুন আমরা আশার রূপান্তরকারী শক্তির জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করি, বিশ্বাস ও আস্থার সাথে প্রভুর কাছে আসি - এই সুনিশ্চিত জ্ঞানে যে, তাঁর ভালোবাসা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত করবে।

নিজেকে উৎসাহিত করতে নিম্নোক্ত গানটি শুনতে পারি:

পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব
মাগো, বলো কবে শীতল হবো ।
কত দূর আর কত দূর বল মা?
আঁধারের ভ্রুকুটিতে ভয় নাই,
মাগো তোমার চরণে জানি পাবো ঠাঁই,
যদি এ পথ চলিতে কাঁটা বেঁধে পায়
হাসিমুখে সে বেদনা সবো ।।
চিরদিনই মাগো তব করুণায়
ঘর ছাড়া প্রেম দিশা খুঁজে পায়
ঐ আকাশে যদি কভু ওঠে ঝড়
সে আঘাত বুক পেতে লবো ।।
যতই দুঃখ তুমি দেবে দাও
জানি কোলে শেষে তুমি টেনে নাও,
মাগো তুমি ছাড়া এ আঁধারে গতি নাই
তোমায় কেমনে ভুলে রবো ।।

অনুশোচনা

এ এম আন্তোনী চিরান

স্বপ্নাকে নিয়ে স্বপন বাবুর অনেক স্বপ্ন ছিল। স্বপ্না বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রণয়ের প্রথম সন্তান। এমনকি একমাত্র মেয়ে সন্তান। গারো মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের গুরুত্ব যে অপরিসীম। পরিবারের ঘর-সংসার, বিষয়-সম্পত্তি আর বংশের গতিধারাও তাদের উপরই বর্তায়। তাইতো তিনি মেয়েকে ছোটকাল থেকে হৃদয় উজার করে কোলে-পিঠে করে, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে মানুষ করে গড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ছোটকাল থেকে মেয়ের কচি হাত ধরে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য। তিনি নিজে একজন শিক্ষক ছিলেন বলে মেয়েকেও শিক্ষায়-দীক্ষায়, অভিজ্ঞতায় মানুষ করে গড়ে তুলে নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে অবসর জীবনটাও কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বুক ভরা আশা নিয়ে। বার্ধক্যের জীবনটাও নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে। তাইতো স্বপ্নাকে এসএসসি পাশ করার পর কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দূরদর্শিতা নিয়েই। কিন্তু বিধির বিধান, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। অর্থাৎ মানুষের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নাকি পূর্ণ হয় না প্রবাদ বাক্যের এই কথায়ই স্বপন বাবুর জীবনে দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটে যায়।

স্বপ্না কলেজে পড়াকালীন স্থানীয় একাডেমিতে সংগীতে তালিম নেয় এবং এই তালিম নিয়ে সে আশাতীত সাফল্য লাভ করে। সঙ্গীতে তার একনিষ্ঠ সাধনা তাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। সঙ্গীতে তার পদচারণা, সখ্যতা, সুনাম, খ্যাতি-যশ তাকে আত্ম-গরিমায় বুক ভরে দেয়। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন তার এই সাফল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্বপ্নার ক্যারিয়ারেও আশাতীত সাফল্য এনে দেয়। এই গণমুখীতা, জনপ্রিয়তা স্বপ্নার জীবনের মোড়টাকে ঘুড়িয়ে দেয় অন্য জগতে। তার বাবার শিক্ষা-আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলে বইতে থাকা আবেগিক স্রোতধারায়। গ্রাম থেকে শহরে যাবার পর থেকেই শহুরে খোলা ও ঘোলা পরিবেশে পড়ে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের কথা বেমালুম ভুলে যায় স্বপ্না। বাৎসরিক ছুটি-ছাটা থাকলেও ভুলেও মুখ ফেরায় নি ঘরের দিকে। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনরা তার এই অনাগ্রহ আর বিচ্ছিন্ন মনোভাবের জন্য সবাই দুঃশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়, আতঙ্ক-আশঙ্কায় দিন গুণতে থাকে বিহ্বল চিত্তে। বিশেষ করে স্বপন বাবুর মেয়েকে বুকভরা আশা-ভরসা নিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, তা যেন উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতো বিফল হয়ে যায় শুন্যে। মেয়ের স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বিচ্ছিন্নতা, মেয়ে শহরে একাকী বাসা ভাড়া করে থাকাকে স্বপন বাবু কোনদিন ভাল চোখে দেখেননি বা মেনে নিতে পারেন নি। তবুও মুখ খুলে মেয়েকে কিছু বলতে পারেননি স্বপন বাবু। স্বপ্নার উগ্র মনোভাব আর অনড় সিদ্ধান্তের কাছে সবাই আত্ম-সমর্পণ করে নীরবে তার দিকে চেয়ে থাকে অধীর আগ্রহে। এদিকে তার বাবা, মেয়ের চিন্তায় প্রহর গুণতে গুণতে শয্যাশায়ী হলেন। কন্যার বিরহে তাকে ফোন করেন, ‘মা তুমি বাড়ীতে আস।’ কিন্তু প্রতিবারই প্রত্যুত্তরে এসেছে,‘বাবা তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না, আমি ভালই আছি। অযথা আমার কথা ভেবে ভেবে নিজের শরীর-মন খারাপ করো না। বরং আশীর্বাদ করো যেনো আমি ভাল থাকতে পারি।’

মেয়ের এহেন উত্তরে স্বপন বাবু মনে দুঃখ-কষ্ট পেলেও নীরবে দুঃখ কষ্টকে বুকে চেপে মেয়ের মঙ্গলের চিন্তাই করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। বাবা হয়ে কী সন্তানের অমঙ্গল কামনা করতে পারে? বাবা যে সন্তানের জনক, সন্তানের স্নেহের আধার, ভালবাসার আধার, বংশ গতির মূলাধার, পরিবারের আবেষ্টন! এখানে কোন জটিলতা নেই, স্বার্থ নেই, কুটিলতা নেই, প্রতিহিংসা নেই, প্রতিশোধ নেই। পিতা আর সন্তানের সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারে না। পিতার উদার বুকে সন্তানের স্থান যে হৃদপিণ্ডের কোটরে গাঁথা! ঘরে ছেলে সন্তান থাকলেও তাদের জন্য তার এত দুঃশ্চিন্তা ছিল না; লেখাপড়া শিখিয়ে আত্ম-নির্ভরশীল করে তুলতে পারলেই যথেষ্ট ছিল বলে তার আত্ম বিশ্বাস। কিন্তু নিজের মেয়ের বেলায় তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তা কিন্তু নয়। তার আশা ছিল যে, তারই মতো উচ্চ শিক্ষিত ছেলে দেখে ঘর জামাই এনে, সংসারের ভার তাদের হাতে তুলে দিয়ে বাকী জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, মেয়ের স্বেচ্ছাচারিতা, উগ্র-মনোভাব, আত্ম-গরিমা স্বপন বাবুর সেই স্বপ্ন পূরণের আশাটা গুড়ে বালির মতো নস্যাৎ করে দেয় শুন্যে শুন্যে। স্বপন বাবুর অসুখ যখন চরমে; তখন তার মা স্নেহলতা স্বপ্নাকে ফোন করে জানালো যে, ‘তোমার বাবার অসুখ চরমে। কথা বলছে না, ভাত খাচ্ছে না, এমনকি পানি পর্যন্ত পান করছে না।’ তখন বাধ্য হয়েই স্বপ্নাকে ঘরমুখো হতে হয়। বাড়ীতে এসে দেখে তার বাবা মৃত্যুর পথযাত্রী। নীরব-নিথর তার বাবার দেহ। শুধু নাড়ী চলছে ধীর লয়ে। বাবার নিথর দেহ দেখে স্বপ্না কাঁদতে লাগল বাবার বুকে মাথা রেখে। আর আর্ত চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘বাবা একটু কথা বলো, আমি যে তোমার আদরের স্বপ্না। বাবা আমি আর তোমার কথার অবাধ্য হবো না। তুমি একবার মুখ তুলে চাও।’

স্বপ্নার কথাগুলো যেন ঘরের চার দেয়ালে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে খেয়ে তার দিকেই যেন ফিরে এসে বলে,‘ স্বপ্না, অনেক দেরী হয়ে গেছে। তুমি তোমার জীবন-যৌবনের উদ্দামতায় নিজের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য মা-বাবাকে, আত্মীয়-স্বজনদের কথা ভুলে গিয়ে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছ। তোমার বাবা আজ মৃত্যু পথযাত্রী। এই চিরবিদায়ের মুহূর্তে তাকে তুমি বিরক্ত করো না। পারত তোমার মাকে কোনদিন কষ্ট দিয়ো না। যত্ন নিয়ো। একা ফেলে কোথাও যেয়ো না। তা না হলে আমার আত্মা মরেও শান্তি পাবে না।’ এরই মধ্যে দেখতে দেখতেই স্বপন বাবু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আর স্বপ্নার চারদিক দিয়ে নেমে এলো শোকের কালো ছায়া। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে রেখে তিনি চলে গেলেন পরলোকে। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বেজে উঠে চিরবিদায়ের করুণ মুর্ছনা। স্বপ্নার জীবন থেকেও যেন সরে যায় চিরকালের মতো বটবৃক্ষের সেই ছায়া। যে ছায়ার তলে কোনদিন স্বপ্না আসতে পারবে না, কোনদিন সেই বটবৃক্ষ তার জন্য আর ছায়া দিবে না। চাইলেও সে তা আর অর্জন করতে পারবে না।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী’র বার্ষিক চাঁদা
পরিশোধ করেছেন কি?

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে।

প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম ঃ ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০৫ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১/০৫/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	● এইচ.এস.সি পাশ। ● গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ● মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম ঃ কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০৩ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১-০৫-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা।	● ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। ● রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ● অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। ● মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি ঃ চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল ঃ মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল এড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ০৪-০৬-২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/৯৩/২৫

ছোটদের আসর

বন্ধুত্বের সত্যিকারের মূল্য

এক গ্রামের পাশে একটি সুন্দর বন ছিল। সেই বনে অনেক পশু-পাখি বাস করত। তাদের মধ্যে ছিল একটি ছোট খরগোশ তার নাম রুমি এবং একটি সজারু নাম টিকো। তারা খুব ভালো বন্ধু ছিল। রোজ সকালে রুমি আর টিকো একসাথে খেলাধূলা করত, ফল খেত, আর নদীর ধারে বসে গল্প করত। সবাই তাদের বন্ধুত্ব দেখে খুব খুশি হতো। সবাই তাদের মানিকজোড় বলে ডাকত।

একদিন রুমির মনে হলো, “টিকো ধীরে চলে, ওর শরীরে কাঁটা, তাই ওর সঙ্গে খেলতে অন্যরা আসে না। যদি আমি ওর থেকে দূরে থাকি, তাহলে হয়তো আমি বনে আরও জনপ্রিয় হব। সবার সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব হবে।” তাই ভেবে রুমি ধীরে ধীরে টিকোর সঙ্গে সময় কাটানো কমিয়ে দিল, যতটা সম্ভব টিকোকে এড়িয়ে চলতে লাগল। টিকো বুঝতে পারছিল, রুমি তাকে এড়িয়ে চলছে। সে খুব কষ্ট পেল, কিন্তু কিছু বলল না।

একদিন বনে বড় এক ঝড় উঠল। গাছ উপড়ে গেল, নদী ফুলে উঠল, আর অনেক ছোট প্রাণী নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। রুমি ঝড়ে ভয় পেয়ে একটা গর্তে লুকাতে চাইল, কিন্তু সেখানে আগেই অন্য পশুরা আশ্রয় নিয়েছিল। তাই সে আশ্রয়ের জন্য অন্যত্র খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। তখন হঠাৎ সে দেখল, টিকো এক গাছের গুঁড়ির নিচে আটকে আছে। রুমির ভেতরে অপরাধবোধ কাজ করল এবং সে তার ভুল বুঝতে পারল। তাই সে দৌঁড়ে গেল টিকোর দিকে এবং সে টিকোকে সেখান থেকে উদ্ধার করল। তারপর তারা দু’জনে কাছাকাছি গর্তে গিয়ে আশ্রয় নিল। ঝড় থেমে গেলে রুমি খুব লজ্জিত হয়ে টিকোর কাছে ক্ষমা চাইল। সে বলল, “টিকো, আমি অপরাধ করেছি। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু, আর আমি সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি কখনো আমাকে এড়িয়ে চলোনি, কিন্তু আমি তোমাকে সবসময় এড়িয়ে চলেছি। আমি খুব লজ্জিত।” টিকো হেসে বলল, “ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব মানে একে অপরের পাশে থাকা। ভালো সময়ে কিংবা খারাপ সময়ে একে অপরের সঙ্গ দেওয়া।”

সেই দিন থেকে রুমি আর টিকো আবার আগের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল এবং রুমি বুঝেতে পারল, আসল বন্ধুত্বের মানে।

শিক্ষা: সত্যিকারের বন্ধু কখনো পরিত্যাগ করে না। বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

- প্রতিবেশী ডেস্ক

ক্ষমা করো

তৃণা ক্রুশ

একদিন দিন-ঘন্টা যাবে শেষ হয়ে
যখন সবাই ফিরে যাবে তাঁর সমীপে
কাঁদা মাটি দিয়ে যাদের দেহ গড়েছে
যিনি প্রাণ বায়ু দিয়েছেন জীবন চলতে।

যাদের যত্নের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীকে
সাজিয়েছেন আপন মনে ভোগদখল করতে
হে মানব একদিন দাঁড়াবে তুমি তাঁর সমীপে
অসহায়ের মতো নীরব কণ্ঠে আর শুন্য হাতে।

সময় আছে এখনও তুমি ভয় করো তাঁকে
হিংস্র স্বভাব যত মিথ্যা অহংকারে ঢাকা
কালিমাখা আপন হৃদয় পরিবর্তন করো
প্রণিপাত করো এসে আজ তাঁর পদতলে।

জীবনের যত অস্থায়িত্ব সম্পদে ভরা
ফেলে দিয়ে ছাই মেখে নাও কপালে
হাঁটু গেড়ে, হাত তুলে বলো প্রভু
ক্ষমা করো, রক্ষা করো মোরে।

জীবনযাত্রার স্বপ্নদল

ঢাক-ঢোল বাজে
আপন আপন তালে
বাজাতে হয় তালে তালে।

ঢাক-ঢোল জানে না তারা
কেন বাজে, কখন বাজে
আনন্দের দোলা দিয়ে।

মানুষের আনন্দময় চেতনার দুয়ারে
ঢাক-ঢোলের বাদ্য বাজে
আনন্দ প্রকাশে, উৎসবের জয়গানে।

জীবনের স্মারকময় ঘটনা ঘিরে
ঢাক-ঢোল আওয়াজ তুলে
তালে তালে, জীবনযাত্রার স্বপ্নদলে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

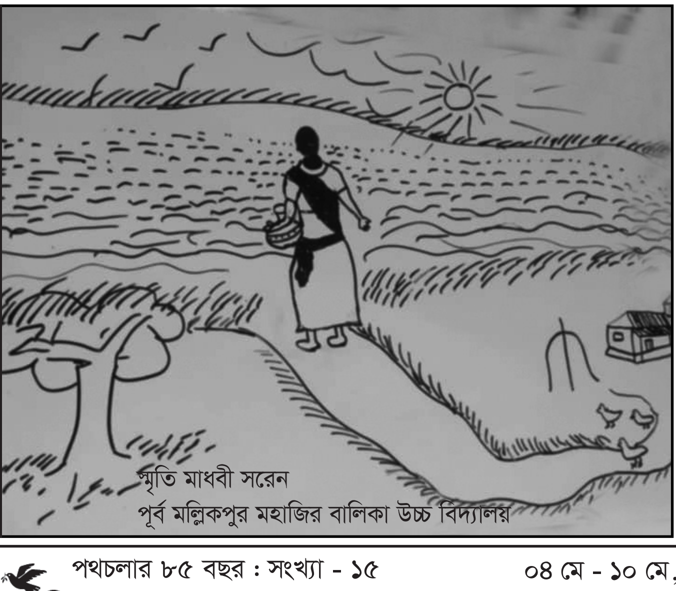

স্মৃতি মাধবী সরেন
পূর্ব মল্লিকপুর মহাজির বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

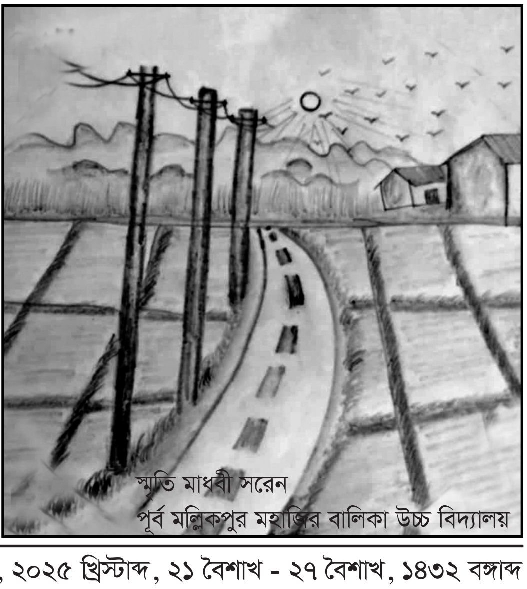

স্মৃতি মাধবী সরেন
পূর্ব মল্লিকপুর মহাজির বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

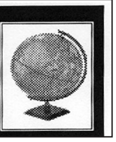

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কনক্লেভ: একজন পোপ কিভাবে নির্বাচিত হন

‘সর্বোচ্চ (সুপ্রিম) পোন্টিফ হিসেবে আমি নির্বাচন করি (Eligo in Summum Pontificem)’ - পোপ নির্বাচনের জন্য কনক্লেভে অংশগ্রহণকারী ১৩৩ জন কার্ডিনাল সকলেই উপরোক্ত কথাগুলো সম্বলিত ব্যালট ব্যবহার করে ২৬৭তম পোপ নির্বাচন করবেন। ব্যালটটি আয়তাকার বা চতুষ্কোনী। ব্যালটের উপরের অর্ধেক অংশে উপরোক্ত ল্যাটিন শব্দটি লেখা থাকে এবং নীচের অর্ধেকটি ফাঁকা থাকে যাতে করে একজন কার্ডিনাল তাদের নির্বাচিত প্রার্থীর নাম লিখতে পারে। ব্যালটটি অর্ধেক করে ভাঁজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

ব্যালট বিতরণ: প্রত্যেকজন কার্ডিনাল ইলেকটর কমপক্ষে দুই বা তিনটি ব্যালট পান, যা অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী তাদের কাছে বিতরণ করেন। তারপর, জ্যেষ্ঠ কার্ডিনাল ডিকন লটারির মাধ্যমে তিনজন পরীক্ষক (ভোট গণনার জন্য), তিনজন ইনফারমারিয়ান বা রোগীসেবক (অসুস্থ কার্ডিনালদের কাছ থেকে ভোট সংগ্রহের জন্য) এবং তিনজন সংশোধক (গণনা যাচাই করার জন্য) নিয়োগ করেন। অসুস্থতা বা অন্য বিশেষ কোন কারণে নিয়োগপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিরা যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হন তখন তাদের জায়গায় নতুন ব্যক্তি নির্বাচন করা হয়।

কান্নার ঘর (The ‘Room of Tears’): পোপ নির্বাচিত হলে পর তাকে সিস্টিন চ্যাপেলের পাশে ছোট একটি কক্ষ ‘কান্নার ঘরে’ নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তিনি পোপের জন্য রাখা সাদা পোষাক পরিধান করবেন।

ভোট দানের প্রক্রিয়া: অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে প্রত্যেকজন কার্ডিনাল, ব্যালটে তাদের প্রার্থীর নাম লেখেন, ভাঁজ করেন এবং তা উঁচু করে তুলে ধরেন যাতে অনেকে তা দেখতে পারেন। তারপর তা বেদীতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে একটি পানপাত্রে তা রেখে প্লেট দিয়ে ডেকে রাখা হয়। তারপর প্রত্যেক কার্ডিনাল ইলেকটর উচ্চস্বরে বলেন; *আমি আমার সাক্ষী হিসেবে প্রভু যিশু খ্রিস্টকে ডাকি, যিনি আমার বিচারক হবেন যাতে আমার ভোট তাকেই দেওয়া হবে বলে বিশ্বাস করি যাকে ঈশ্বর পোপ হিসেবে নির্বাচন করবেন।* যেসকল কার্ডিনাল কনক্লেভে উপস্থিত কিন্তু অসুস্থতার কারণে হেঁটে বেদীতে যেতে অক্ষম তারা তাদের ভাঁজ করা ব্যালট একজন পরীক্ষক সংগ্রহ করে বেদীতে রাখেন। অতি পীড়িত কার্ডিনাল যারা চ্যাপেলে থাকতে পারেন না, তাদের কাছ থেকে ভোট সংগ্রহ করার জন্য ৩জন রোগীসেবককে ব্যালটের একটি ট্রে এবং ব্যালট বাক্স (যা প্রমাণিত খালি এবং যার চাবি বেদীতে রাখা হয়) দিয়ে প্রেরণ করা হয়। ব্যালট ব্যাক্সের উপরের দিকে একটি ছিদ্র যা দিয়ে ভাঁজ করা ব্যালট ভিতরে রাখা যায়। অসুস্থ কার্ডিনালেরা ভোট দিলে পর রোগীসেবকেরা ব্যালট বাক্স চ্যাপেলে নিয়ে আসেন এবং নির্বাচকদেও সামনে তা খোলা হয়। বাক্সের ভোট গণনার পর তা পানপাত্রে রাখা হয়।

গণনা: সমস্ত ভোট প্রদানের পর, প্রথম পরীক্ষক বাক্সটি ঝাঁকিয়ে ব্যালটগুলো উলোটপালোট করেন। এরপর শেষ পরীক্ষক একটি একটি করে ব্যালট গণনা করেন এবং পরে তা দ্বিতীয় খালিপাত্রে রাখেন। যদি ব্যালটের সংখ্যা ভোটারদের সংখ্যার সাথে না মেলে, তাহলে সমস্ত ব্যালট পুরিয়ে ফেলা হয় এবং সাথে সাথেই একটি নতুন ভোট গ্রহণ করা হয়। যদি গণনা সঠিক হয় তাহলে ব্যালটগুলি খোলা ও পড়া হয়। তিনজন পরীক্ষকই বেদীর সামনে একটি টেবিলে বসেন। ১ম জন ব্যালটে লেখা নামটি পড়ে ২য় জনের গাতে দেন, যিনি নামটি নিশ্চিত করেন এবং তৃতীয়জনের হাতে দেন। তিনি সবার জন্য তা জোরে জোরে পড়েন ও রেকর্ড করেন। যদি দু'টি ব্যালট একই ব্যক্তির লেখা এবং একই নাম ধারণ করে বলে মনে

বাকি অংশ ৬ নং পৃষ্ঠার পড়ুন...

- তথ্যসূত্র : *news.va*

২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

“তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে”

২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবনাদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি।

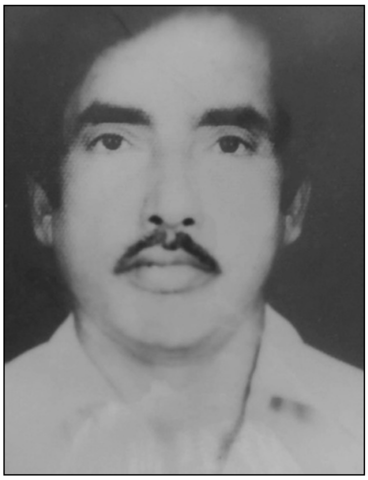

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন
নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ
নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি-অনিক, অন্তী, অর্থী, মিচেল, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।
পুতিন : প্রান্তর, সুর, অনয়া, আরিয়া, লেওনার্দো হেনরী কস্তা
গ্রাম : হাড়িখোলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, জেলা : গাজীপুর

বিজ্ঞ: ৩১/২৫

হাজারো ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে স্মরণ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস
২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ খ্রি: - ২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি:

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ২৭ এপ্রিল, রবিবার, তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পোপ ফ্রান্সিসের স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করাসহ তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং তাকে সহায়তা করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, বিশপ সুব্রত বি গমেজ, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং অন্যান্য ফাদারগণ। খ্রিস্টযাগের শুরুতে বিশপ সুব্রত বি গমেজ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশেষ খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য তুলে ধরেন। এরপর আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ও বাংলাদেশে ভাটিকান দূতাবাসের সেক্রেটারী মন্সিনিয়র আবেল টগো প্রয়াত পোপ মহোদয়ের ছবিতে মাল্যদান করেন। ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষার সংমিশ্রণে খ্রিস্টযাগ পরিচালিত হয়।

খ্রিস্টযাগের উপদেশবাণীতে আর্চবিশপ বিজয় বলেন, পোপ ফ্রান্সিস ১২ বছর যাবৎ দেখেছেন আমাদের কি প্রয়োজন, জগতের কি প্রয়োজন। তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মার আলোকে আলোকিত দুরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন জ্ঞানী মানুষ। পোপ মহোদয়ের পালকীয় পত্র মঙ্গলসমাচারের আনন্দ, লাউদাতো সি এবং ফ্রাতেল্লী তুত্তির বিষয়ে আলোকপাত করেন। সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা নিয়ে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয়ের বাংলাদেশে পালকীয় সফরের বিভিন্ন ঘটনাও তিনি সহভাগিতা করেন।

খ্রিস্টযাগের শেষে স্মৃতিচারণমূলক সহভাগিতায় কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও বলেন, পোপ মহোদয় মণ্ডলীকে আপন বধূর মত ভালোবেসেছেন। পোপ মহোদয়ের শেষকৃত্যানুষ্ঠান ও তদ্‌পরবর্তী বিষয়গুলোতে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শারিরীক অসুস্থতার জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান। বাংলাদেশে ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত না থাকায় তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। পরিশেষে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন এর পরে আর্চবিশপ, অন্যান্য বিশপ, ইতালি ও ফিলিপাইন এর রাষ্ট্রদূত, কানাডার হাইকমিশনার, সুইজারল্যান্ডের চার্জ ডি এ্যাফেয়ার্স, ইউএনডিপি এর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবর্গ এবং সর্বস্তরের খ্রিস্টভক্তগণ পোপের স্মৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। খ্রিস্টযাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রাদার, সিস্টার এবং প্রায় ৩ হাজার খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য বাংলাদেশে ভাটিকান দূতাবাসের অনুরোধে সকল ডায়োসিসেই প্রয়াত পুণ্যপিতার স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনা করা হয়। যেখানে হাজারো ভক্তরা তাদের প্রিয় পুণ্যপিতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ আরএনডিএম ধর্মসংঘের সাত জন সিস্টারের জুবিলী উৎসব পালন

সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম: গত ২৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থানরত আরএনডিএম ধর্মসংঘের সাতজন ভগ্নির প্রার্থনাপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে জুবিলী পালন করা হয়। জুবিলী পালনকারী সিস্টারগণ হলেন সিস্টার মেরী গ্রেট্রুড গমেজ, প্লাটিনাম জুবিলী, সিস্টার মেরী ইম্মাকুলেট, সিস্টার মেরী ইউজিনিয়া গমেজ, সিস্টার কার্মেল রিবেরু, সিস্টার শান্তি ডি' রোজারিও, সিস্টার লুর্ডস মেরী রোজারিও এবং সিস্টার মেরী তেরেজা গমেজ, হীরক জয়ন্তী পালন করেন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এবং তাকে সহায়তা করেন পবিত্র ক্রুশ ধর্মসংঘের প্রদেশপাল ফাদার জর্জ কমল রোজারিও এবং পিমে ধর্মসংঘের প্রদেশপাল ফাদার ফ্রান্সিসকো রাপাচাল্লে, বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত প্রায় ছয়জন ফাদার।

বিশপ খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে বলেন, "জুবিলী হলো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। জীবনের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় বাধা বিঘ্নতায় ও সকল আনন্দের উৎসে ঈশ্বর তার ভালোবাসার পবিত্র হস্ত দ্বারা আপনাদের পরিচালিত করেছেন।" সিস্টার ইউজিনিয়া তার অনুভূতিতে বলেন, "আনন্দ চিত্তে ঈশ্বরের গুনগান করি যে ব্রতীয় জীবনের এতগুলো বছর মণ্ডলীর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মণ্ডলীকে ভালবাসি বলেই জীবনের এতটা সময় ব্রতীয় জীবনের মধ্যদিয়ে কাটাতে পেরেছি।" খ্রিস্টযাগ শেষে বিশপ সুব্রত জুবিলী সিস্টারদের কার্ড আশীর্বাদ করেন এবং সংঘপ্রদেশপালিকা সিস্টার পূরবী পাস্কালিনা চিরান সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। খ্রিস্টযাগে আরএনডিএম প্রায় ৯০ জন সিস্টার, ৭ জন ব্রাদার এবং জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের আত্মীয়স্বজনসহ প্রায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

যুবাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা ক্রেডিট ইয়ুথ ফেস্ট ২০২৫

my sorrows
my shame
hem down
Yes Lor
প্রধান ও বিশেষ অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত

ডিসি নিউজ: ‘আওয়াজ তোল, তোল ঝংকার: যুব প্রাণ আমাদের অহংকার’ মূলসুর নিয়ে গত ৩ মে, শনিবার সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের খ্রিস্টান সমাজের হাজারো যুবাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা ক্রেডিট ইয়ুথ ফেস্ট ২০২৫। একই সাথে ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি’র ১২১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)-এর প্রেসিডেন্ট ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি’ক্রুজ ওএমআই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস (কাককো) লি:’র চেয়ারম্যান ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইএমসিএএস’র নির্বাহী সদস্য ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি:’র চেয়ারম্যান আগস্টিন প্রতাপ গমেজ, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত জয়ন্ত এস. গমেজ, ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি মাইকেল জন গমেজ, ট্রেজারার সুকুমার লিনুস ক্রুশ, প্রধান নির্বাহী অফিসার জোনাস গমেজ। এ ছাড়াও ঢাকা ক্রেডিটের বোর্ড অব ডিরেক্টর, ক্রেডিট কমিটি ও সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যবৃন্দসহ দেশের বিভিন্ন খ্রিস্টান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসব ও ফাদার ইয়াং-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জায়। এদিন সকাল ১০টায় যুবাদের অংশগ্রহণে আর্চবিশপ বিজয় খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন। এরপর ফাদার চার্লস জে. ইয়াং-এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।এরপর অতিথিবৃন্দ যুবাদের নিয়ে বেলুন ও পায়ড়া উড়িয়ে যুব উৎসব-২০২৫’র শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে যুবাদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ছিল পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা, ক্রেডিটের কর্তকর্তাদের পরিচয়পর্ব, কেক কাটা, মোমবাতি প্রজ্বলন এবং যুব উৎসবের থিমসং পরিবেশনা ।

বক্তব্য পরে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি’ক্রুজ ওএমআই বলেন, ‘আমরা যদি একটু সতর্ক হই, লক্ষ্য নির্ধারণ করি, তাহলে আমরা সফল হবো। ঢাকা ক্রেডিট সব সময় যুবাদের জন্য কাজ করে, আশা করি তোমরা ঢাকা ক্রেডিটের সাথে এগিয়ে যাবে।’ এছাড়াও অন্যান্য অতিথিরা তাদের বক্তব্যে যুবাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং আরও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন।

যুব উৎসবে দেশের অন্যতম ব্যান্ড আর্টসেল’র ভোকালিস্ট জর্জ লিংকন কস্তাকে সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে এদিন সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ডিকন পদে মনোনয়ন লাভের অনুষ্ঠান

আলবার্ট টুডু: গত ২৬ এপ্রিল, শনিবার পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ভক্তিপূর্ণভাবে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ১৫ জন সেমিনারীয়ান ভাই ডিকন/পরিসেবক পদে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন লাভ করেন। প্রার্থীরা ২৫ এপ্রিল, শুক্রবার নির্জন ধ্যান, আরাধনা ও আধাত্মিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ডিকন পদে মনোনয়ন লাভের অনুষ্ঠানে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন- পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু ডি.ডি., দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন-“যাজক ও ডিকনদের বেদীতে সাহায্য করা অন্যতম প্রধান সেবা কাজ”। তিনি আরো বলেন- আমাদের এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ‘প্রার্থনা ও সেবার’ প্রতি। প্রার্থনা ও সেবার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের সাথে ও মণ্ডলীর সাথে আরো বেশি যুক্ত থাকি। আমরাও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা ও সেবা কাজকে গুরুত্ব দেই। তিনি আরোও বলেন, তোমরা সকল জাতির মধ্যে যিশুকে প্রচার করবে তোমাদের জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে। তোমাদের জীবনাচরণ যেন হয়ে উঠে যিশুময় জীবন। এই জন্য আমাদের আরোও ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার প্রয়োজন। পরিশেষে সকলের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উল্লেখ্য, খ্রিস্টযাগে ফাদারগণ, সিস্টারগণ, সেমিনারীয়ানগণ এবং খ্রিস্টভক্তসহ প্রায় ৮০ জনের মতো উপস্থিত ছিলেন।

পাগাড় ধর্মপল্লীতে তপস্যাকালীন সেমিনার

শিপ্রা গমেজ : গত ২৮ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার পাগাড় ধর্মপল্লীতে আয়োজন করা হয় শিশুদের জন্য তপস্যাকালীন সেমিনার। এতে উপস্থিত ছিলেন ৩ জন ফাদার, ৪ জন সিস্টার, ১ জন ব্রাদার, ১৪ জন শিশু এনিমেটর ও ১১৪ জন শিশু।

সকাল ৯ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এই ধ্যানসভা আরম্ভ করা হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স এবং তাকে সহায়তা করেন ফাদার শীতল কস্তা ও ফাদার মিল্টন রোজারিও। খ্রিস্টযাগের পর সকাল ১০:৩০ মিনিটে ফাদার মিল্টন রোজারিও শিশুদের জন্য পাওয়ার পয়েন্টারের মাধ্যমে “যীশু সবসময় শিশুদের আহ্বান করেন, এই সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। তিনি আরও বলেন যিশু সবসময় শিশুদের ডাকেন।

তারা যেন সবসময় প্রস্তুত থাকে এবং সবসময় যেন বলে, হ্যাঁ যিশু আমি সবসময় প্রস্তুত আছি তোমার ডাক শোনার। এরপর ফাদার শিশুদের উদ্দেশ্যে যিশুর যাতনাভোগ কাহিনী দেখান। সবশেষে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার শীতল কস্তা সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ : ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর উদ্যোগে “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২৬ এপ্রিল, শনিবার, তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই শিশু ও এনিমেটরগণ প্রচারধর্মী বাণী ও স্লোগানসহ গির্জাঘরের প্রধান প্রবেশদ্বারে সমবেত হন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র পিএমএস কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগের পর পালপুরোহিত ফাদার কুঞ্জন কুইয়া এবং ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। টিফিন বিরতির পর শিশু ও এনিমেটরদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার দেওয়া হয়। এরপর ফাদার কুঞ্জন কুইয়া এবং মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র পিএমএস কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১৭০জন শিশু, ৩ জন ফাদার, ১৭ জন এনিমেটর, ৪ জন সিস্টার উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশে স্টাডি /ওয়ার্ক পারমিট /ভ্রমণ ভিসা

- **ইতালিতে বিশেষ প্যাকেজ ভিসা:** ভিসার পরে টাকা (সীমিত সুযোগ)।
- **রোমানিয়া ও সার্বিয়া:** গ্যারান্টিড ওয়ার্ক পারমিট (সীমিত সুযোগ)।
- **ইউরোপের শেনজেনভুক্ত দেশ:** বিনিয়োগ ভিসা (পরিবার সহ)।
- **জাপান:** স্টাডি/ওয়ার্ক পারমিট/বিনিয়োগ ভিসা।

আমাদের জাপানিজ ভাষা কোর্সে ৫০% ডিসকাউন্ট চলছে।

একই সাথে-USA/Canada/UK/Australia/New Zealand/S.Korea/Austria/Italy /Norway/ Denmark/Sweden/Finland/Malta-তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী প্রার্থীগণ আজই যোগযোগ করুন :

ঠিকানাঃ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি, বাড়ি # ১১ (তয় তলা), রোড # ২/ই, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপ সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত 22 বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

☎ **+8801901-519721**
+8801827-945246
+8801901-519723

@globalvillageacademybd
WWW.globalvillagebd.com
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ: ১৬/২৫

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There is a vacancy for the following regular position based at LAMB head office, Parbatipur, Dinajpur.

Position: Head of Research **Post: 1(Male/ Female)**

Job Summary: The position is responsible for providing technical leadership in developing frameworks, plans, and indicators to capture performance results and ensure effective, accurate, and timely monitoring, evaluation, and reporting of all activities. The role also includes designing and conducting research and writing reports.

Essential Requirements: The candidate must hold an MBBS degree or an MSc/MA in Epidemiology or Statistics (MPh or a related postgraduate qualification is preferred). With over 10 years of experience including at least 5 years of work experience in a Supervisory capacity and experience in monitoring and evaluating large, multi-year international health sector development projects, research and data analysis.

Preference will be given to candidates who have published research papers in national or international journals, and strong technical skills, including ability to process and analyze data using one or more statistical software packages, including at least one of the following: SPSS, Epi-Info, Stata, MS Access.

Salary: Around Tk. 80,000 per month gross and negotiable for experienced candidates. Other benefits include medical care at LAMB, provident fund, festival allowance once per year, and critical illness and death benefit.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Qualified Candidates are requested to apply with a cover letter along with updated CV (mentioning two references name) and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 31 May 2025.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

"Potential women candidates are strongly encouraged to apply"

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন

That all may have abundant life | **Integrated Rural Health and Development**

বিজ্ঞ: ১২/২৫

“মরণ সে তো শেষ নয়, ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়। জীবন যাদের পুণ্যে ভরা, সবার তরে মরে যারা উদার প্রাণের বিনিময়ে তাঁরাই বেঁচে রয়”

প্রয়াত বার্ণার্ড গমেজ
আগমন: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৪ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সবিতা আগ্নেস কস্তা
আগমন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমাদের চিরবিদায়ের দিনটি প্রতিবছর এসে হাজির হয় আমাদের দ্বার প্রান্তে, হৃদয় গভীরে আরো বেশি করে অনুভব করি তোমাদের অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূন্যতা। হাজারো মানুষের ভিড়ে আজও খুঁজি তোমাদের সেই আগলে রাখা ভালোবাসাপূর্ণ মুখগুলো। প্রতিদিন ভোর হয়, জেগে উঠি সবাই, কিন্তু তোমাদের তো আর জাগাতে পারলাম না! অনন্ত ঘুম তোমাদের সঙ্গী হলো। আমাদের জীবনে তোমরা ছিলে বটবৃক্ষের ছায়া, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, জীবনাদর্শের উৎস, ভালোবাসার খনি। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার মাত্র। স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন তোমাদের রেখে যাওয়া খ্রিস্ট-বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিন পথ চলতে পারি। পুনরুত্থানের আনন্দে অনন্তকাল পরম শান্তিতে থেকো পরম পিতার কোলে। আদর্শে, বিনম্র শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বেঁচে থেকো আমাদের সকলের হৃদয় মন্দিরে চিরকাল।

তোমাদের রেখে যাওয়া শোকাহত-

ফুলমতি-রাণী-ফাদার তপন-রিপন-রুণা, সিস্টার রোজেন SMRA, চন্দন-লাকী-নিশীতা-নীলা, রঞ্জন-মমতা-কলিন্স-প্রিয়াংকা, ব্রাদার নির্মল CSC, কল্পনা-স্বপন-পুঁজা-কেয়া-কান্তা, লিটন-নীলা-অন্তর-জয়িতা এবং অপরাপর আত্মীয়, প্রতিবেশি, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে।

বিপ্র/৮৭/২৫

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

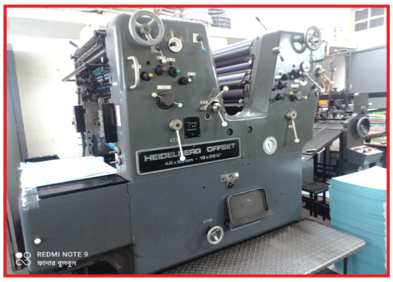

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

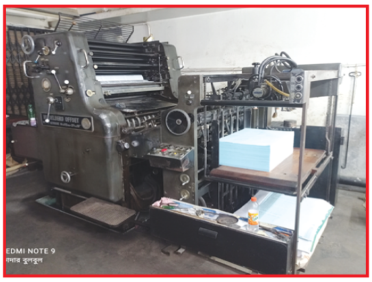

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 15
Regd. No. DA-33
✦ 4 - 10 May, 2025, ২১ - ২৭ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

মাউছাইদ ধর্মপল্লীর প্রতিপালক ক্যান্টারবারির সাধু আগস্টিনের পর্ব উদ্‌যাপন

মাউছাইদ ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আগামী ৩০ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার মাউছাইদ ধর্মপল্লীর প্রতিপালক ক্যান্টারবারীর সাধু আগস্টিনের পর্ব পালন করা হবে।

উক্ত দিনের মহা খ্রিস্টযাগে আপনাদের সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। মহান সাধু আগস্টিন আমাদের সবাইকে তাঁর আশিষদানে ধন্য করুন।

পর্বকর্তার অনুদান - ৫০০ টাকা।
নভেনা ও খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য- ২০০ টাকা।

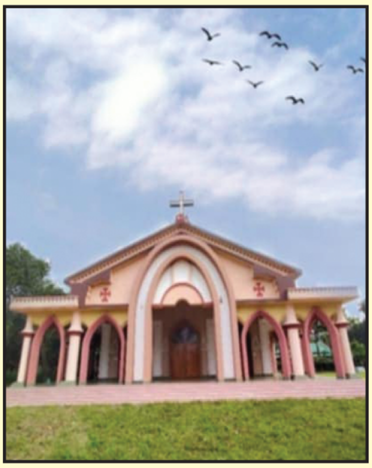

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ
২১ মে হতে ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
বিকাল ৫:০০ [পাঁচ] ঘটিকা

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
৩০ মে, শুক্রবার ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
খ্রিস্টযাগের সময় সূচী
সকাল: ৬:০০টা ও ৯:০০টা

ধন্যবাদান্তে-

ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ
পাল-পুরোহিত
ও
পালকীয় পরিষদ
মাউছাইদ ধর্মপল্লী।

যোগাযোগ: ০১৮৫১২৫৫৪০২, মাইছাইদ উজামপুর, উত্তরখান ঢাকা-১২৩০

বিজ্ঞ/৮৭/২৫

সুখবর ! সুখবর!! সুখবর!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

–যোগাযোগের ঠিকানা –

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org